# ওয়াজ শিক্ষা

## অষ্টম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

## মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্ শাহ্ সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

## মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস"

হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(মূদ্রণ সন ১৪২৩)

মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র।

# সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام

على رسوله سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

# ওয়াজ শিক্ষা

## অষ্টম ভাগ

## প্রথম ওয়াজ

### একতা

(১) ছুরা আল-এমরান, ১১ রুকু, —

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

"এবং তোমরা একতাভাবে আল্লাহতায়ালার রজ্জুকে (ইছলাম

কিম্বা কোর-আনকে) দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইও না। আর তোমরা তোমাদের উপর খোদার নেয়া'মতকে (ইছলাম কিম্বা কোর-আনকে) স্মরণ কর, যে সময় তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, তৎপরে খোদা তোমাদের অন্তরে প্রীতি-স্থাপন করিয়া দিল, ইহাতে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পরে ভাই ভাই হইয়া গেলে। এবং তোমরা আগ্নেয় গর্ত্তের উপকূলে ছিলে, তৎপরে খোদা তোমাদিগকে তথা হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়ত সকল বর্ণনা করেন, সম্ভব যে তোমরা সত্যপথ প্রাপ্ত হইবে।"

মদিনার আনছারদিগের মধ্যে আওছ খজরজ নামক দুইটি সম্প্রদায় ছিল, অজ্ঞতার যুগে তাহাদের মধ্যে অনবরত সংগ্রাম চলিত, যখন তাহারা মুছলমান হইয়া যান, উক্ত শত্রুতা বন্ধুতায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মদিনা শরিফে শাছ নামক একজন য়িহুদী ছিল, সে সর্ব্বদা মুছলমানদিগের দুর্ণাম করিত এবং আনছারদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিত। সে এক সময় এইরূপ ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিল যে, যেন তদ্দ্বারা তাহাদের পুরাতন শত্রুতা, কলহ বিরোধ জাগিয়ে উঠে। সে এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিল যে, সে আওছ ও খজরজ উভয় সম্প্রদায়ের যুবকদিগের সঙ্গে বসিয়া বোয়াছ যুদ্ধের আলোচনা করে—যাহা অতীত কালে তাহাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগঠিত অপবাদ প্রচার কল্পে যে কবিতা পাঠ করা হইয়াছিল, তাহা পাঠ করে। যখন সেই যুদ্ধের আলোচনা করা হইল এবং উক্ত কবিতা তাহারা শ্রবণ করিল, মহা রাগান্বিত হইয়া আওছ সম্প্রদায়ের অপবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, আওছ সম্প্রদায়ের লোকেরা সহ্য করিতে না পারিয়া খজরজদিগের অপযশ প্রচার করিতে লাগিল। এই কলহ যুদ্ধে পরিণত হইল। উভয় দলের যুবকগণ তীর তরবারি লইয়া সমর ক্ষেত্রে ধাবিত হইল। সেই সময় হজরত জিবরাইল (আঃ) উক্ত আয়তগুলি লইয়া নাজেল হইয়াছিলেন। হজরত নবি (ছাঃ) সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আয়তগুলি শুনাইয়া দিলেন, তখন তাহারা তওবা করিয়া অস্ত্রগুলি নিক্ষেপ করিলেন,

অশ্রুপাত করিতে করিতে পরস্পরে মিলিত হইলেন। হোছায়নি ও মুজেহোল-কোর-আন।

(২) ছুরা আনফাল, ৬ রুকু ঃ —

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ

"এবং তোমরা আল্লাহ এবং তাঁহার রাছুলের আদেশ পালন কর এবং পরস্পরে বিরোধ করিও না নচেৎ তোমরা ভীরু হইয়া যাইবে এবং তোমাদের শক্তি সামর্থ্য চলিয়া যাইবে এবং তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্য্যধারিদিগের সহিত আছেন অর্থাৎ তাহাদের সহায়তা করেন।"

(৩) ছুরা শোয়ারা, ৭ রুকু ঃ—

وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۚ

"এবং তোমরা সীমা অতিক্রমকারিদের আদেশ পালন করিও না— যাহারা জমিতে অশান্তি স্থাপন করিয়া থাকে এবং সৎকার্য্য করে না।"

(৪) ছুরা বাকারা, ৩ রুকু ঃ—

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۚ

"যাহারা খোদার অঙ্গীকারকে উহা দৃঢ় করার পরে ভঙ্গ করিয়া থাকে এবং আল্লাহ যাহা মিলন করার আদেশ করিয়াছেন, তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং জমিতে অশান্তি ঘটাইয়া থাকে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

(৫) ছুরা আ'রাফ, ১১ রুকু ঃ —

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

"এবং তোমরা জমিতে শান্তি স্থাপন করার পরে উহাতে ফাছাদ করিও না, ইহা তোমাদের পক্ষে উত্তম—যদি তোমরা ইমানদার হও।"

(৬) ছুরা রা'দ, ৩ রুকু ঃ—

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ م بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ لا اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝

"এবং যাহারা আল্লাহতায়ালার ওয়াদাকে দৃঢ় করার পরে ভঙ্গ করিয়া থাকে এবং আল্লাহ যাহা মিলন করার আদেশ করিয়াছেন, তাহা তাহারা ছিন্ন করিয়া থাকে এবং জমিতে অশান্তি ঘটাইয়া থাকে, তাহাদের জন্য অভিসম্পাত এবং তাহাদের জন্য মন্দ গৃহ হইবে।"

(৭) ছুরা বাকারা ঃ—

وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج

"ফাছাদ প্রাণ হত্যা অপেক্ষা সমধিক কঠিন।"

(৮) তেরমেজি ঃ—

قَالَ اِيَّاكُمْ وَ سُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَاِنَّهَا الْحَالِقَةُ

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা দুইজন লোকের মধ্যে ফাছাদ সৃষ্টি করাইয়া দিও না, কেননা উহা কর্ত্তনকারী।"

(৯) আহমদ ও শোয়াবোল-ইমান ঃ —

شِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الْمَشَّاؤُنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ الْبَاغُوْنِ الْبُرَاءَ الْعَنَتَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে সমধিক মন্দ উক্ত ব্যক্তিগণ হইবে —যাহারা ফাছাদ মূলক কথা লাগাইয়া বেড়ায় বন্ধুদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয় এবং নির্দোষ লোকদিগকে দুর্ণাম করার চেষ্টা করে।"

(১০) ছহিহ মোছলেম ঃ—

مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرَاٍ اَوْ مَمْلُوْكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন লোকের স্ত্রীকে কিম্বা গোলামকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া দেয়, সে আমার তরিকা হইতে খারিজ হইয়া যাইবে।"

(১১) একজন লোক একটি যুবককে অতি সুন্দর আকৃতিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে ? সে বলিল আমি শয়তান। সে ব্যক্তি বলিল, এরূপ সুন্দর বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি শয়তান হইতে পারে ? আমি তোমার এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না। তখন শয়তান বলিল, আচ্ছা আমি তোমাকে আমার কার্য্যের দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া দিব। তৎপরে শয়তান, একটুখানি মিষ্ট সামগ্রী লইয়া কোন দোকানের

প্রাচীরের উপর স্থাপন করিল। সারি সারি পিপিলিকা উহা ভক্ষণ করিতে ধাবিত হইল। উক্ত দোকানদারের একটী পালিত পক্ষী পিপিলিকা ভক্ষণ করিতে উপস্থিত হইল। অন্য দোকানদারের একটী কুকুর আসিয়া উক্ত পক্ষীটি ধরিয়া মারিয়া ফেলিল। তখন উভয় দোকানদারের মধ্যে ভীষণ কলহ আরম্ভ হইল। দুই দলের মধ্যে লাঠিবাজ শুরু হইল, অবশেষে কয়েক জন লোক নিহত এবং আহত হইল, পুলিশ আসিয়া কতক লোককে গেরেফতার করিল।

শয়তান বলিল, আমার আকৃতি সুন্দর হইলেও আমি এইরূপ ফাছাদের সৃষ্টি করিয়া থাকি।

(১২) তোহফা এছনা-আশারিয়া ঃ—

"যে সময় হজরত ওছমান (রাঃ) কে বিদ্রোহিগণ হত্যা করিয়াছিল, সেই সময় তাহারা হজরত আলির (রাঃ) নিকট বয়য়ত করিতে উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাতে হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের নিকট হইতে বয়য়ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। আমার ও হজরত ওছমানের (রাঃ) দৃষ্টান্ত এই যে, এক বনে দুইটী মহিষ বাস করিত। তথায় একটী ব্যাঘ্র থাকিত। ব্যাঘ্রটী মহিষদ্বয়কে উভয়ের একতার জন্য হত্যা করার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিত না। এই জন্য সে ছলনা করিয়া এতদুভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়া ক্রমান্বয়ে এক এক করিয়া উভয়কে বধ করিয়া ফেলে। আমি ও হজরত ওছমান (রাঃ) উক্ত মহিষদ্বয়ের ন্যায় একতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলাম, যত দিবস আমরা এই অবস্থায় ছিলাম, কোন শত্রু আমাদিগকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইত না, কিন্তু এখন তিনি তোমাদের কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, কোন দিবস তোমরা আমাকে নিহত করিয়া ফেলিবে, কাজেই আমি তোমাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।"

(১৩) উক্ত কেতাব ঃ—

যখন হজরত ওছমানের (রাঃ) হত্যাকাণ্ড লইয়া ছাহাবাগণের মধ্যে

মতভেদের সৃষ্টি হয়, তখন হজরত মায়া'বিয়া (রাঃ) হজরত আলি (রাঃ) কে বলিয়া পাঠান, আপনি হত্যাকারিদের শাস্তির বিধান করুন, নচেৎ তাহাদের সাহস অধিক হইতে অধিকতর হইয়া পড়িবে, তাহারা এক সময়ে আপনাকে কিম্বা অন্যান্য লোককে হত্যা করিতে উত্তেজিত হইবে, দেশে মহা অশান্তির সূত্রপাত হইবে। তদুত্তরে হজরত আলি (রাঃ) বলিলেন, একেত হত্যাকারিদের সঠিক নাম আমরা জানিতে পারি নাই, দ্বিতীয় আমার খেলাফত গ্রহণের এই প্রথম অবস্থা, এখনও দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হই নাই, দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইহার তদন্ত ও প্রতিবিধান করা হইবে। তাঁহারা উভয়ে সদলবলে ছিফ্‌ফিন নামক প্রান্তরে সমবেত হইয়া সন্ধির আলোচনা করিতেছিলেন। ফাছাদকারিরা যখন বুঝিতে পারিল যে, কল্য তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়া যাইবে, তখন তাহারা একদল হজরত আলির দলভুক্ত হইয়া এবং অন্য দল হজরত ওছমানের দলভুক্ত হইয়া রাত্রির অন্ধকারে প্রতিপক্ষ দলের উপর তীর ছুড়িতে আরম্ভ করিল, ইহাতে প্রত্যেক দলের সৈন্যরা অন্য দলের সৈন্যদিগের বিশ্বাসঘাতক বুঝিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেন, এই যুদ্ধে বহু সহস্র লোক নিহত হইয়াছিল। ফাছাদকারিদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রে কি ভীষণ অনিষ্ট সাধিত হইল।

(১৪) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ

اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ

"হজরত বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে দোজখিদের সংবাদ প্রদান করিব না ? প্রত্যেক কর্কশভাষী ফাছাদকারী, বাতীল ভাবে সংগ্রহকারী কৃপণ, অহঙ্কারী।"

(১৫) নাছায়ি ঃ—

اَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اُمَّتِىْ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهٗ

হজরত বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি বাহির হইয়া আমার উম্মতের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করে, তোমরা তাহার গলদেশ কর্ত্তন কর।"

(১৬) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

اِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الْاَلَدُّ الْخَصِم

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার নিকট সমধিক অপ্রীতিকর উক্ত ব্যক্তি হইবে—যে সমধিক কলহ-প্রিয় ও কলহ স্বভাব বিশিষ্ট হয়।"

(১৭) তেরমেজি ও এবনো মাজা ঃ—

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ نَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهٗ حَتّٰى كَاَنَّمَا فُقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ اَبِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تَنَازَعُوْا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تَنَازَعُوْا فِيْهِ☆

"আমরা (ছাহাবাগণ) তকদীর সম্বন্ধে কলহ করিতেছিলাম, এমতাবস্থায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি রাগান্বিত হইলেন যেন তাহার চক্ষু লোহিত বর্ণ হইয়া গেল, এমন কি যেন তাঁহার চেহারাতে ডালিমের দানা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তৎপরে হজরত বলিলেন, তোমরা এই জন্য কি আদিষ্ট হইয়াছ? আমি কি এই জন্য তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি ? তোমাদের পূর্ব্বের লোকেরা যে সময় এই সম্বন্ধে কলহ করিয়াছিলেন, সেই সময় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। আমি তোমাদিগকে কছম দিতেছি, তোমরা এ সম্বন্ধে কলহ করিও না।"

(১৮) আহমদ, তেরমেজি ও এবনো-মাজা ঃ—

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ اِلَّا اُوْتُوْا الْجَدَلَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ۝

"হজরত বলিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় সত্যপথ প্রাপ্তির পরে ভ্রান্ত হন নাই এই কারণে যে, তাহারা কলহ করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিল। তৎপরে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এই আয়ত পাঠ করিলেন—"তাহারা তোমার নিকট উহা বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু কলহ করা উদ্দেশ্য বরং তাহারা কলহ-প্রিয় সমপ্রদায়।"

(১৯) দারমি ঃ—

قَالَ لِىْ عُمَرُ (رض) هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْاِسْلَامَ قُلْتُ لَا قَالَ يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَ جِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتٰبِ وَ حُكْمُ الْاَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ ☆

"জেয়াদ বলিয়াছেন, (হজরত) ওমর (রাঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি জান কি, কোন বিষয় ইছলামকে ধ্বংস করিবে ? আমি বলিলাম না। তিনি বলিলেন, আলেমের ভ্রান্তিমূলক মত প্রচার করা, মোনাফেকের কোর-আনের বাতীল অর্থ প্রকাশ করিয়া কলহ করা ও ভ্রান্তকারী নেতাগণের ফৎওয়া দেওয়া (এই তিন বিষয়) ইছলামকে ধ্বংস করিবে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, গোমরাহ আলেমগণ জটিল

মছলাগুলি নিরক্ষর সমাজে প্রচার করিয়া এবং কোর-আন ও হাদিছের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিয়া মুছলমানদিগের মধ্যে ফাছাদের সৃষ্টি করিবে। যাহারা এমকানে কেজব, একমানে নজির, হজরতের এলমে-গায়েব লইয়া নিরক্ষরদিগের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করে, কিম্বা আয়ত ও হাদিছের বাতীল অর্থ প্রকাশ করিয়া পীর-ছেজদা, সঙ্গীত -বাদ্য ইত্যাদি জায়েজ করিতে ব্যতিব্যস্ত তাহাদের জন্য উল্লিখিত হাদিছগুলি কথিত হইয়াছে।

অনেকে মিলাদ ও কেয়াম ইত্যাদি মোস্তাহাব মছলাগুলি লইয়া এরূপ তুমুল কলহ ও বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়া থাকেন যে, এক পক্ষ অন্য পক্ষকে কাফের বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, ইহা ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে।

(২০) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

اَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِاَخِيْهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ اَحَدُهُمَا

"হজরত বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি নিজের ভাইকে কাফের বলে, নিশ্চয় এতদূভয়ের মধ্যে একজন উক্ত কথার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করে।"

(২১) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

لَا يَرْمِىْ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهٗ كَذٰلِكَ ☆

হজরত বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে ফাছেক এবং কাফের বলিয়া অপবাদ প্রয়োগ করিলে, যদি দোষার্পিত ব্যক্তি ঐরূপ না হয় তবে উক্ত কথা অপবাদ প্রয়োগকারীর উপর ফিরিয়া আসে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে কাফের ধারণায় কাফের বলিয়া অপবাদ দেয়, সে নিজে কাফের হইয়া যায়।

(২২) ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

عَنْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلٰى اُنَاسٍ مِّنْ جُهَيْنَةَ فَاَتَيْتُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَذَهَبْتُ اَطْعَنُه' فَقَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَطَعَنْتُه' فَقَتَلْتُه' فَجِئْتُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَقَتَلْتَه' وَ قَدْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا فَعَلَ ذٰلِكَ تَعَوُّذًا قَالَ فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهٖ ☆

قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِذَا جَائَتْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَهُ مِرَارًا ☆



“(হজরত) ওছামা বেনে জয়েদ (রাঃ) বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদিগকে জোহায় নামক সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোকের দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎপরে আমি তাহাদের একজনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বল্লম মারিতে উদ্যত হইলাম। ইহাতে সে ব্যক্তি লাএলাহা ইল্লাল্লাহ বলিল। তৎপরে আমি তাহাকে বল্লম মারিয়া হত্যা করিলাম। পরে আমি নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলাম। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, সে ব্যক্তি ত নিশ্চয় কলেমা শরিফের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল, এমতাবস্থায় তুমি কি তাহাকে হত্যা করিলে ? আমি বলিলাম,

ইয়া রাছুলুল্লাহ্ ইহা ব্যতীত আর কিছু নহে যে, সে ব্যক্তি প্রাণ রক্ষার জন্য উহা করিয়াছিল। হজরত বলিলেন, তাহা হইলে কেন তুমি তাহার অন্তরাল বিদীর্ণ করিলে না ?

আরও হজরত বলিলেন, যে সময় কেয়ামতের দিবস কলেমা শরিফ উপস্থিত হইবে, তুমি উহাকে কি উত্তর দিবে? হজরত তাহাকে কয়েক বার ইহা বলিয়াছিলেন।"

ইহাতে বোঝা যায় যে, কলেমা পাঠ কারী মছুলমানকে কাফের স্থির করিলে, কেয়ামতে জওয়াবদিহি করিতে হইবে।

(২৪) আবুদাউদ ঃ—

ثَلٰثٌ مِنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

لَا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَ لَا تُخْرِجْهُ مِنَ الْاِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَ الْجِهَادُ

مَاضٍ مُذْبَعَثَنِى اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الدَّجَّالَ

لَا يُبْطِلُهٗ جَوْرُ جَائِرٍ وَ لَا عَدْلُ عَادِلٍ وَ الْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তিনটি বিষয় মূল, (১) কলেমা পাঠকারী হইতে হস্ত সঙ্কোচ করা—তুমি তাহাকে কোন গোনাহর জন্য কাফের বলিও না এবং (কোফর ব্যতীত) কোন কার্য্যের জন্য ইছলাম হইতে বাহির করিও না। (২) আল্লাহ যত দিবস আমাকে নবিরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই হইতে জেহাদ প্রচলিত থাকিবে, এমন কি এই উম্মতের শেষ দল দাজ্জালের সহিত সংগ্রাম করিবেন— কোন অত্যাচারীর অত্যাচার এবং কোন ন্যায় বিচারকের ন্যায়বিচার উক্ত জেহাদ বাতীল করিতে পারিবে না। (৩) তকদীরের উপর বিশ্বাস করা।

(২৫) আলমগিরি (নল কেশওয়ারি ছাপা) ৪২০ পৃষ্ঠা ও (মিশরের ছাপা) ২।৩০৮ পৃষ্ঠা—

اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلى المفتى ان يميل الى ذلك الوجه كذا في الخلاصة ☆

"যদি কোন মছলায় কয়েকটি ছুরত (ভাব) থাকে—যাহাতে কাফের হওয়া প্রমাণ করিয়া দেয়, আর একটী এরূপ ছুরত থাকে যাহাতে কাফের না হওয়া প্রমাণ করিয়া দেয়, তবে মুফতির পক্ষে এই শেষ মতের দিকে ঝুকিয়া পড়া উচিত, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

# দ্বিতীয় ওয়াজ

## পর্দ্দা

১। কোরআন ছুরা আহজাব, ৪ রুকু ঃ—

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

"এবং তোমরা তোমাদের গৃহগুলিতে অবস্থিতি কর এবং তোমরা বেশভূষায় সজ্জিত অবস্থায় গৃহের বাহিরে গিয়া নিজেদিগের সৌন্দর্য্য ও বেশভূষা পুরুষদিগকে দেখাইতে থাকিও না, যেরূপ অজ্ঞতা যুগের স্ত্রীলোকেরা করিত।"

২। উক্ত ছুরা ৭ রুকু ঃ—

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْآ اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ط اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝ اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ۝

"এবং যখন তোমরা নবি (ছাঃ) এর বিবিদিগের নিকট কোন বস্তু তলব কর, তখন পর্দ্দার অন্তরাল হইতে তাঁহাদের নিকট তলব কর। ইহা তোমাদের অন্তর এবং তাঁহাদের অন্তরের পক্ষে সমধিক পবিত্র পন্থা। এবং তোমাদের পক্ষে রাছুলুল্লাহকে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁহার (এন্তেকালের) পরে কখনও তাঁহার বিবিদিগের সহিত নেকাহ করা হালাল নহে, নিশ্চয় ইহা আল্লাহতায়ালার নিকট বড় গোনাহ। যদি তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর, কিম্বা গোপন কর, নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের সমধিক অভিজ্ঞ।"

এই আয়ত নাজেল হইলে, হজরত (ছাঃ) স্ত্রীলোকদিগকে সমস্ত পুরুষ লোক হইতে পর্দ্দায় থাকিতে আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তখন স্ত্রীলোকদিগের পিতা, ভাই ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরাও কি পর্দ্দার অন্তরাল হইতে কথা বলিব? সেই সময় ইহার পরের এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَاۤءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَاۤءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝٥٥

"স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে নিজেদের পিতাগণ, নিজেদের পুত্রগণ, নিজেদের ভাইগণ, নিজেদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, নিজেদের ভাগিনিয়গণ, নিজেদের (সধর্ম্মের) স্ত্রীগণ এবং নিজেদের গোলাম বাঁদীগণকে (মুখ দেখান) কোন দোষ হইবে না এবং তোমরা খোদাকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সাক্ষী।"

(৪) উক্ত ছুরা, ৮ রুকু ঃ—

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط

"হে নবী, তুমি নিজের স্ত্রীগণকে ও নিজের কন্যাগণকে এবং ইমানদারগণের স্ত্রীলোকদিগকে বলিয়া দাও, তাহারা চাদর দ্বারা নিজেদের মুখ ও শরীর ঢাকিয়া লয়।"

(৫) ছুরা নুর, ৪ রুকু ঃ—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

"হে ইমানদারগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যদের গৃহে যতক্ষণ (না) অনুমতি গ্রহণ কর ও গৃহবাসিদিগকে ছালাম না কর, প্রবেশ করিও না, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণ, বিশেষ সম্ভব যে, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে।

আর যদি তোমরা উক্ত গৃহে কাহাকেও প্রাপ্ত না হও, তবে তোমরা উহার মধ্যে প্রবেশ করিও না— যতক্ষণ (না) তোমাদিগকে অনুমতি প্রদান করে, আর যদি তোমাদিগকে বলা হয় প্রত্যাবর্ত্তন কর। তবে তোমরা পত্যাবর্ত্তন কর, ইহা তোমাদের জন্য সমধিক পবিত্রকারী, আর তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তৎসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ।

এমাম ছায়া'লাবি (রাঃ) বলিয়াছেন, একটি আনছারি স্ত্রীলোক জনাব নবি (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আমরা ঘরের মধ্যে বেপর্দ্দা অবস্থায় থাকি, কোন লোক হঠাৎ আমাদের গৃহ আমাদিগকে উক্ত অবস্থায় দেখিয়া ফেলে, ইহা আমরা ভাল জানি না। সেই সময় উক্ত আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

(৬) ছহিহ মোছলেম ঃ—

مَنِ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنِكَ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ فَمَا عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে কেহ তোমার নিকট (তোমাদের গৃহে) তোমার বিনা অনুমতিতে উপস্থিত হয়, তৎপরে তুমি তাহার উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করতঃ তাহার চক্ষু কানা করিয়া দাও, ইহাতে তোমার পক্ষে কোন গোনাহ হইবে না।"

(৭) ছুরা নূর, ৮ রুকু ঃ—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ م بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ قف ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ م بَعْدَهُنَّ

طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

হজরত নবী (ছাঃ) মোদলাজ নাকম একটী গোলামকে দ্বিপ্রহরের সময় হজরত ওমার (রাঃ) কে ডাকিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। গোলাম বিনা সংবাদ কিম্বা অনুমিত তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। হজরত ওমার (রাঃ) নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহার কোন অঙ্গ খোলা ছিল, কিম্বা তিনি নিজের স্ত্রীর সহিত আলিঙ্গন করিতেছিলেন, তিনি গোলামকে এমতাবস্থায় দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, যদি আল্লাহ আদেশ করিতেন যে, এইরূপ সময়ে পিতা, ভাই, খাদেম বা গোলাম বিনা অনুমতি আমাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ না করে, তাহারা গুপ্ত বিষয়গুলি অবগত হইতে পারিত না। তৎপরে তিনি হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে, উক্ত আয়াত নাজেল হইয়াছিল।

আয়তের অর্থ এই ঃ—

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের গোমালমগণ ও নাবালেগ পুত্রগণ যেন তিন সময়ে তোমাদের নিকট অনুমতি গ্রহণ করে—(১) ফজরের নামাজের পূর্ব্বে, (২) দ্বিপ্রহরের সময়, যখন তোমরা নিজেদের বস্ত্র সকল খুলিয়া রাখ, (৩) এশার নামাজের পরে। তোমাদের এই তিনটি বস্ত্রহীন হওয়ার সময়। এই তিন সময় ব্যতীত (অন্যান্য সময়ে বিনা অনুমতি আগমন করিলে) তোমাদের এবং তাহাদের পক্ষে কোন দোষ হইবে না, তোমাদের কতক কতকের নিকট যাতায়াতকারী হইয়া থাকে। আল্লাহ এইরূপ তোমাদের জন্য নিদর্শন সকল স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন। আর আল্লাহ সমধিক অভিজ্ঞ বিজ্ঞানময়। আর যে সময় তোমাদের পুত্রগণ বালেগ হইয়া যায়

তখন যেন তাহারা অনুমতি গ্রহণ করে, যেরূপ তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা বালেগ হইয়াছে, তাহারা অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজের নিদর্শন সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন, আর আল্লাহ সমধিক অভিজ্ঞ বিজ্ঞ।"

(৮) মোয়াত্তা ঃ—

اِنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اَسْتَاْذِنُ عَلٰى اُمِّىْ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ مَعَهَا فِى الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِسْتَاْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِسْتَاْذِنْ عَلَيْهَا اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَاْذَنْ عَلَيْهَا ☆

"নিশ্চয় এক ব্যক্তি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, আমি আমার মাতার নিকট গমন করিতে কি অনুমতি লইব ? তদুত্তরে হজরত বলিলেন, হাঁ। ইহাতে সে ব্যক্তি বলিল, নিশ্চয় আমি তাঁহার সহিত গৃহে থাকি। হজরত বলিলেন, তাঁহার নিকট অনুমতি লইবে। সে ব্যক্তি বলিল, নিশ্চয় আমি তাঁহার খেদমতগার। তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, তুমি তাঁহার নিকট অনুমতি লও। তুমি কি তাঁহাকে উলঙ্গিনী অবস্থায় দেখিতে চাও। সে ব্যক্তি বলিল না। হজরত বলিলেন, তবে তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি লইও।"

(৯) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

اِيَّاكُمْ وَ الدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা (নির্জ্জনে বেগানা) স্ত্রীলোকদিগের নিকট উপস্থিত হইও না। ইহাতে এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, দেবরের (স্বামীর ছোট ভাইর) সম্বন্ধে কি বলেন ? হজরত বলিলেন, দেবর মৃত্যু তুল্য—অর্থাৎ তাহার দ্বারা ব্যাভিচারের আশঙ্কা অধিক হইয়া থাকে।"

(১০) ছহিহ তেরমেজি ঃ—

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطٰنَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, কোন পুরুষ লোক কোন (বেগানা) স্ত্রীলোকের সহিত নির্জ্জনবাস করিলেও শয়তান তাহাদের তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া পড়ে।" অর্থাৎ শয়তান উপস্থিত হইয়া উভয়ের কাম-শক্তি উত্তেজিত করিয়া ব্যাভিচারে লিপ্ত করিয়া দেয়।

(১১) তেরমেজি ঃ—

لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা উক্ত স্ত্রীলোকদিগের নিকট প্রবেশ করিওনা—যাহাদের স্বামী অনুপস্থিত (বিদেশে) থাকে। কেননা, শয়তান তোমাদের একজনের রক্তস্থানে প্রবাহিত হইয়া থাকে।"

(১২) তেরমেজি, আবুদাউদ ও আহমদ ঃ—

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُوْنَةُ اِذْ اَقْبَلَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لَا يُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَعُمْيَا وَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانَهُ ☆

"(হজরত) উম্মে ছালমা (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে নিশ্চয় তিনি এবং (হজরত) ময়মুনা (রাঃ) হজরত রছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট ছিলেন, হঠাৎ এবনো উম্মে মকতুম আগমন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, তোমরা তাহা হইতে পর্দ্দাতে যাও। তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, সে কি অন্ধ নহে ? আমাদিগকে দেখিতে পায় না। তদুত্তরে হজরত বলিলেন, তোমরা উভয়ে কি অন্ধ ? তোমরা কি তাহাকে দেখিতেছ না ?

(১৩) আহমদ ঃ—

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَدْخُلُ بَيْتِىَ الَّذِىْ فِيْهِ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنِّىْ وَاضِعٌ ثَوْبِىْ وَ اَقُوْلُ اِنَّمَا هُوَ
زَوْجِىْ وَ اَبِىْ فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَ اللّٰهِ مَا دَخَلْتُهٗ اِلَّا وَ اَنَا
مَشْدُوْدَةٌ عَلَىَّ ثِيَابِىْ حَيَاءً مِنْ عُمَرَ ☆

"(হজরত) আএশা বলিয়াছেন, আমি উক্ত গৃহে প্রবেশ করিতাম—যাহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) (মদফুন) ছিলেন অথচ আমি আমার কাপড় (চাদর) খুলিয়া রাখিতাম এবং বলিতাম, ইহা ব্যতীত আর কিছু

নহে যে, ইহারা আমার স্বামী ও আমার পিতা। তৎপরে যখন তাঁহাদের সঙ্গে (হজরত) ওমার (রাঃ) কে দফন করা হইয়াছিল, খোদার কছম, তখন হইতে আমি (হজরত) ওমারের জন্য লজ্জিত হইয়া চাদর পরিহিত অবস্থা ব্যতীত উক্ত গৃহে প্রবেশ করি নাই।"

(১৪) তেরমেজি ঃ—

اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক গোপনীয় বস্তু, যখন সে (পর্দ্দা হইতে বাহির হয়, শয়তান তাহাকে পুরুষদিগের চক্ষে মনোরম করিয়া দেখায়।"

(১৫) ছহিহ মোছলেম ঃ—

اِنَّ الْمَرْاَةَ تُقْبِلُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَ تُدْبِرُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ اِذَا اَحَدُ كُمْ اَعْجَبَتْهُ الْمَرْاَةُ فَوَقَعَتْ فِىْ قَلْبِهِ فَلْيَعْمَدْ اِلَى امْرَاَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِىْ نَفْسِهِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় স্ত্রীলোক শয়তানের আকৃতিতে আগমন করে এবং শয়তানের আকৃতিতে চলিয়া যায়, যখন কোন স্ত্রীলোক তোমাদের কাহারও প্রীতিজনক হয় তৎপরে তাহার অন্তরে উহার প্রেম বদ্ধমূল হইয়া পড়ে, সে যেন নিজের স্ত্রীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাহার সহিত সঙ্গম করে। কেননা উহা তাহার অন্তর নিহত প্রেম কামনাকে দূরীভূত করিয়া দিবে।

(১৬) শোয়াবোল-ঈমান

اَلنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَ حُبُّ الدُّنْيَا رَاسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা শয়তানের ফাঁদ এবং দুনইয়ার প্রেম প্রত্যেক গোনাহ্‌র মস্তক।"

(১৭) ছুরা নুর ৪ রুকু ঃ—

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص

"তুমি ঈমানদার পুরুষদিগের বল, তাহারা (না মহরম স্ত্রীলোকগণ হইতে) চক্ষুগুলিকে বন্ধ করিয়া রাখে এবং নিজেদের লজ্জস্থানগুলিকে (হারাম কার্য্য হইতে) রক্ষাণাবেক্ষণ করে। ইহা তাহাদের জন্য সমধিক পবিত্রকারী, নিশ্চয় আল্লাহ তাহারা যাহা করে, তৎসম্বন্ধে অবিজ্ঞ। আর তুমি ঈমানদার স্ত্রীলোক দিগকে বল, তাহারা (গয়েরমহরম পুরুষগণ হইতে) চক্ষু গুলিকে ঢাকিয়া রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান গুলিকে (হারাম কার্য্য হইতে) রক্ষশাবেক্ষশ করে, আর তাহারা তাহাদের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত নিজেদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে এবং তাহারা যেন নিজেদের গলদেশকে চাদরগুলি দ্বারা ঢাকিয়া ফেলে।

অর্থাৎ চাদর দ্বারা মস্তকের কেশ, কর্ণ গলা ও বক্ষ ঢাকিয়া রাখিবার জন্য খোদা আদেশ করিতেছেন।

(১৮) দোর্রোল-মোখতার ঃ—

تُـمْنَعُ الْمُرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ لَا لِاَنَّهٗ عَوْرَةٌ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ ☆

"যুবতী স্ত্রীলোকের চেহারা (মুখ মণ্ডল) আওরাত নহে বটে, কিন্তু ফাছাদের আশঙ্কায় পুরুষদিগের মধ্যে উহা খুলিতে নিষেধ করা হইবে।"

(১৯) শোয়াবোল-ঈমান ঃ —

لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ

হাছান মোরছাল ছনদে রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি লোকের গুপ্তাঙ্গ দেখে এবং যে ব্যক্তি নিজের গুপ্তাঙ্গ অন্যকে দেখায় খোদা এই দুই ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত করুন।"

(২০) ছুরা নূর, ৪ রুকু ঃ—

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط

"এবং তাহারা যেন চলিবার সময় নিজেদের পাকে সজোরে জমির উপর আঘাত না করে, উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা নিজেদের যে সৌন্দর্য্যকে গোপন করিয়া রাখে, তাহা প্রকাশিত হইয়া যায়।' ইহার মর্ম্ম এই যে, স্ত্রীলোকেরা যেন চলিবার সময় খুব আস্তে আস্তে জমির উপর পা রাখে, যেন তাহাদের পায়ের গহনার শব্দ পরপুরুষদিগের কর্ণে পৌঁছিতে না পারে, নচেৎ তাহাদের অন্তরে ইহাদের আকর্ষণ হইতে পারে এবং ফছাদের সৃষ্টি হইতে পারে।

(২১) আবুদাউদ ঃ —

عَنْ بُنَانَةَ كَانَتْ عِنْدَ عَايِشَةَ اِذَا دُخِلَتْ عَلَيْهَا بِجَارِيَةَ وَ عَلَيْهَا جَلَاجِلُ يُصَوِّتْنَ فَقَالَتْ لَا تُدْخِلُنَّهَا عَلَيَّ اِلَّا اَنْ تُقَطِّعَنَّ جَلَاجِلَهَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَاتَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جَرْسٌ ☆

“বোনানা (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, তিনি (হজরত) আএশার নিকট ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার নিকট একটি বালিকাকে আনয়ন করা হইল, তাহার পায়ে শব্দকারী গহনা ছিল। ইহাতে তিনি বলিলেন, তুমি উহার পায়ের গহনা কাটিয়া ফেলা ব্যতীত উহাকে আমার নিকট আনয়ন করিও না। আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ঘরে ঘণ্টা থাকে, উহাতে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।

## স্বামী ও স্ত্রীর হক

১। ছুরা নেছা, ৬ রুকু ঃ —

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ط وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

"পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের উপর হাকেম হইতেছে, যেহেতু আল্লাহ তাহাদের মধ্যে কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, আর যেহেতু উক্ত পুরুষেরা (স্ত্রীলোকদের জন্য) নিজেদের অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। অনন্তর নেকবখ্‌ত স্ত্রীলোকেরা (স্বামীর) আদেশ পালনকারী এবং আল্লাহ যে বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, (স্বামীর) অনুপস্থিতিতে তাহারা রক্ষণাবেক্ষণকারী হইয়া থাকে। আর তোমরা যে স্ত্রীলোকদিগের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান কর ও শয়নস্থলে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখ এবং তাহাদিগকে প্রহার কর। অনন্তর যদি তাহারা তোমাদের আদেশ পালন করে, তবে তোমরা তাহাদের পক্ষে কোন পন্থা অনুসন্ধান করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ অতি মহান বোজর্গ।"

একজন ছাহাবিয়া স্ত্রীলোক স্বামীর বহু অবাধ্যতা করিয়াছিল, অবশেষে স্বামী তাহাকে এক চপোটঘাত করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকটি নিজের

পিতার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করায় তিনি হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট এই ব্যাপার প্রকাশ করেন। হজরত (ছাঃ) স্ত্রীলোকটিকে স্বামীর নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার আদেশ দিয়াছিলেন, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। এই আয়তে বলা হইয়াছে, অবাধ্য স্ত্রীলোকদিগকে প্রথমে উপদেশ প্রদান কর, যদি ইহাতে ফলোদায়ক না হয়, তবে এক ঘরে তাহাকে পৃথক বিছানায় শয়ন করাইবে। আর যদি ইহাতে ফলোদায় না হয়, তবে তাহাকে প্রহার করিবে, কিন্তু যেন ইহাতে শরীরে চিহ্ন না হয়, কিম্বা হাড় ভাঙ্গিয়া না যায়।"—মুজেহোল-কোর-আন।

এই আয়তে স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব দুই কারণে প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রথম এই যে, খোদা পুরুষ জাতিকে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পুরুষেরা স্ত্রীজাতির দেন-মোহর, খোরপোশ ইত্যাদি প্রদান করিয়া থাকে।

যে স্ত্রীলোক স্বামীর সাক্ষাতে তাহার আদেশ পালন করে এবং অনুপস্থিতে নিজের পবিত্রতা ও স্বামীর অর্থ সম্পদ রক্ষা করে, সেই নেককার হইবে।

(২) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

مَا رَاَيْتُ مِنْ نَّاقِصَاتِ عَقْلٍ وَّ دِيْنٍ اَذْهَبُ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدٰكُنَّ قُلْنَ وَ مَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَ عَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا قَالَ اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا☆

"হজরত (স্ত্রীলোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া) বলিয়াছিলেন বুদ্ধি ও দ্বীন সম্বন্ধে লঘুতর ও ক্ষীণতর হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের একজনার অপেক্ষা সুচতুর পুরুষের সমধিক জ্ঞান লোপকারী কোন বিষয় আমি দর্শন করি নাই। উক্ত স্ত্রীলোকেরা বলিল, হজরত। আমাদের দ্বীন ও জ্ঞানের অস্পূর্ণতা কি? তিনি বলিলেন, স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য পুরুষ লোকের সাক্ষ্যের অর্দ্ধেকের তুল্য নহে কি ? তাহারা বলিল হাঁ। হজরত বলিলেন, ইহা তাহার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার নিদর্শন। হজরত বলিলেন, যখন স্ত্রীলোকের হায়েজ হয়, তখন সে নামাজ পড়ে না এবং রোজা করে না, ইহা সত্য নহে কি ? তাহারা বলিল হাঁ। হজরত বলিলেন, ইহা তাহার দ্বীনের অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক।"

(৩) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

مَا تَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন আমি আমার পশ্চাতে স্ত্রীলোকদের চেয়ে পুরুষদিগের সমধিক ক্ষতিকারক অন্য কোন ফাছাদ ত্যাগ করি নাই।"

(৪) ছহিহ মোছলেম ঃ—

اَلدُّنْيَا حُلْوٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَ اتَّقُوا النِّسَاءَ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, দুন্‌ইয়া মিষ্ট ও সবুজ (অন্তরের আনন্দদায়ক ও চক্ষুর তৃপ্তিজনক) হইতেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে উহাতে খলিফা স্থির করিয়াছেন, তৎপরে আল্লাহ পরিদর্শন করিতেছেন যে, তোমরা কিরূপ কার্য্য করিতেছ। এক্ষেত্রে তোমরা দুন্‌ইয়া হইতে সাবধান থাক এবং স্ত্রীলোকগণ হইতে সাবধান থাক, কেননা ইছরাইল সন্তানগণের প্রথম ফাছাদ স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সংগঠিত হইয়াছিল।

(৫) ছুরা আ'রাফ, ২২ রুকু ঃ—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ج فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْتَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

"এবং তুমি তাহাদের নিকট উক্ত ব্যক্তির ঘটনা পাঠ কর, যাহাকে আমি আমার আয়ত সকল প্রদান করিয়াছিলাম, তৎপরে সে তৎসমস্ত হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পরে শয়তান তাহাকে অনুগত করিয়া লইয়াছিল, পরে সে ভ্রান্তদিগের অন্তর্গত হইয়াছিল। আর যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে তৎসমুহের দ্বারা তাহাকে উন্নত করিতাম, কিন্তু নিশ্চয় সে জমির দিকে কামনা বাসনা করিল এবং নিজের নফছানি কামনার অনুসরণ করিল। কাজেই তাহার অবস্থা কুকুরের অবস্থার তুল্য, যদি তুমি উহার উপর আক্রমণ কর, তবে সে জিহ্বা বাহির করিয়া দিবে, কিম্বা যদি তুমি উহাকে ত্যাগ কর, তবু সে জিহ্বা বাহির করিয়া দিবে। উহা উক্ত সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যাহারা আমার আয়ত সমূহের উপর অসত্যারোপ করিয়াছে। অনন্তর তুমি (বালয়াম-বায়ুরের) বৃত্তান্ত বর্ণনা কর, বিশেষ সম্ভব যে, তাহারা গবেষণা করিবে।"

হজরত মুছা (আঃ) এর জামানায় বালয়াম-বায়ুর নামক এক ব্যক্তি মকবুলে-বারগাহ অর্থাৎ—বাক্-সিদ্ধ ছিল, সে খোদার বড় নাম (এছমে-আজম) ও ছহিফায় এবরাহিমি অবগত ছিল। যখন হজরত মুছা (আঃ) শাম দেশের অন্তর্গত আরিহা নামক স্থানে তথাকার পরাক্রান্ত জাতিদের (জাব্বারিদের সহিত জেহাদ করণেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন উক্ত সম্প্রদায় বালয়াম-বায়ুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হজরত মুছা (আঃ) বহু সৈন্য সহ আমাদিগকে হত্যা ও বিতাড়িত করার জন্য আসিয়াছেন, তুমি দোওয়া কর, যেন তিনি ফিরিয়া যান। বালয়াম-বায়ুর বলিল, আমি যাহা জানি, তোমরা তাহা অবগত নও, আমি খোদার নবী ও ইমানদারগণের উপর কিরূপে বদ-দোওয়া করিব? যদি আমি বদ-দোওয়া করি, তবে আমার দুন্ইয়া ও আখেরাত উভয় নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার স্বজাতিরা অনেক অনুরোধ ও আপত্তি করিল, ইহাতে বালয়াম বলিল, আমি ইস্তেখারা করিব, দেখি এই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার কি হুকুম হয়। ইস্তেখারা করিলে, সে সপ্নে দেখিল যে, তাহাকে নবী ও ঈমানদারগণের উপর বদদোয়া করিতে নিষেধ করা হইতেছে। বালয়াম এই স্বপ্ন কাহিনী নিজের সম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশ করিল তখন তাহারা তাহার নিকট নানাবিধ উপহার আনয়ন করিল এবং অনেক অনুনয়-বিনয় ও রোদন করিল। তাহার স্ত্রী উপহার পাইয়া তাহাকে বদদোয়া করিতে বাধ্য করিল। বালয়াম বদ-দোয়া করার উদ্দেশ্যে গাধার উপর আরোহণ করিয়া হজরত মুছা (আঃ) এর সৈনিদিগের নিকট জাচ্ছান পর্ব্বতের দিকে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে গাধাটী কয়েকবার ভুলুণ্ঠিত হইল। কিন্তু বালয়াম অধিক পরিমাণ প্রহার করিয়া উহাকে উঠাইতেছিল। অবশেষে গাধাটি খোদার হুকুমে বাক্শক্তি পাইয়া বলিতে লাগিল, হে বালয়াম, তোমার উপর ধিক্ তুমি কি দেখিতেছ না যে, কোথায় যাইতেছ? ফেরেশতাগণ আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে ফিরাইয়া দিতেছে ? বালয়াম গাধাকে ত্যাগ করিয়া পদব্রজে পাহাড়ে আরোহণ করিল এবং দোওয়া করিতে

লাগিল। সে যে বদদোয়া বনি-ইছরাইলদের সম্বন্ধে মুখে উচ্চারণ করার ইচ্ছা করিতেছিল, আল্লাহ তায়ালার শক্তিতে বনি-ইছরাইল স্থলে বালয়াম-বায়ুরের কওম শব্দ উচ্চারিত হইতেছিল। তাহার সম্প্রদায় বলিতে লাগিল, হে বালয়াম তুমি আমাদের উপর বদদোওয়া করিতেছ? ইহা শুনিয়া বালয়াম কহিল, আল্লাহ আমার বিনা ইচ্ছায় মুখে ইহা উচ্চারণ করাইতেছেন, তৎপরে বালয়ামের জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িল। ইহাতে সে বলিল, আমার দুনইয়া ও আখেরাত উভয়ই নষ্ট হইয়া গেল। এখন আমি তোমাদিগকে একটী পন্থা বলিয়া দিতেছি, তোমরা নিজেদের স্ত্রীদিগকে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া কোন কোন বস্তু তাহাদের হস্তে দিয়া বিক্রয় করার ছলনায় বনি-ইছরাইলদিগের সৈন্যদিগের মধ্যে পাঠাইয়া দাও। আর তাহাদিগকে বলিয়া দাও, যদি তাহাদের মধ্যে কেহ তোমাদের মধ্যে কোন স্ত্রীলোককে জেনা করিতে আহ্বান করে, তবে সে যেন অস্বীকার না করে। তাহাদের মধ্যে একজন জেনাতে লিপ্ত হইলে তোমরা জয়ী হইতে পারিবে। বালয়ামের কওম তাহাই করিল, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা উক্ত সৈন্যদিগের নিকট উপস্থিত হইল, ছুরের কন্যা কচ্ছি তাহাদের নেতা জমজম বেনে শলুমের নিকট পৌঁছিলে, সে উহার রূপে বিমোহিত হইয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক হজরত মুছা (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনি ইহাকে আমার উপর হারাম বলিয়া থাকেন কি ? তিনি বলিলেন, হাঁ। কখনও তাহার সহিত জেনা করিও না। জমজম বলিল, আমি এই আদেশ মান্য করিতে পারিব না। তৎপরে সে উক্ত স্ত্রী লোককে তাঁবুর মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার সহিত জেনা করিল। খোদা তায়ালা উক্ত অপরাধের জন্য তাহাদের উপর কলেরা প্রেরণ করিলেন, এক ঘন্টার মধ্যে ৭০ সহস্র বনি-ইছরাইল মরিয়া গেল। হজরত হারুণের পৌত্র ফৎহাছ মহা শক্তিশালী ও হজরত মুছা (আঃ) এর দারোগা ছিলেন, এই জেনার সংবাদ পাইয়া তিনি অস্ত্র লইয়া জমজমের তাঁবুর মধ্যে উপস্থিত হইয়া জমজম এবং উক্ত

স্ত্রীলোককে হত্যা করিলেন এবং বলিলেন, হে খোদা, এই ব্যক্তির গোনাহর জন্য তুমি আমাদিগকে মারিয়া ফেলিতেছ ? তৎক্ষণাৎ কলেরা বন্ধ হইয়া গেল, হাদিছে আছে যে, স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা প্রথমে বনি-ইছরাইলদিগের মধ্যে ফাছাদ উপস্থিত হইয়াছিল, উহা এই ঘটনা ছিল।—বাহরুল উলুম, মাজাহেরে-হক, ৩/১০২, মজেহোল-কোর-আন, ১৬১।

তেরমেজি ঃ —

اِذَا كَانَ اُمَرَاؤُ كُمْ خِيَارَ كُمْ وَ اَغْنِيَاؤُ كُمْ سُمَحَاءَ كُمْ وَ اُمُوْرُ كُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْلِهَا وَ اِذَا كَانَ اُمَرَاؤُ كُمْ شِرَارَ كُمْ وَ اَغْنِيَاؤُ كُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَ اُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَاءِ كُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا☆

"হজরত বলিয়াছেন, যখন তোমাদের আমিরগণ তোমাদের মধ্যে নেককার হয়, তোমাদের ধনীগণ তোমাদের মধ্যে দানশীল হয় এবং তোমাদের কার্য্যগুলি পরস্পর মুছলানদিগের পরামর্শ অনুসারে সাধিত হইবে, তখন তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ট (জীবিত থাকা) ভূগর্ভ (মৃত্যু) অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। আর যখন তোমাদের আমিরগণ তোমাদের মধ্যে পাপিষ্ঠ অত্যাচারী হয় এবং তোমাদের অর্থশালীগণ তোমাদের মধ্যে কৃপণ হয় এবং তোমাদের কার্য্যগুলি স্ত্রীলোকদিগের উপর ন্যাস্ত করা হয়, তখন তোমাদের পক্ষে ভূগর্ভ (মৃত্যু) ভূপৃষ্ঠ (জীবিত থাকা) অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

ইহাও কথিত আছে,—

شَا دِرُوْ هُنَّ وَ خَالِفُوْهُنَّ

"তোমরা স্ত্রীলোকদিগের সহিত পরামর্শ কর এবং তাহাদের বিরুদ্ধাচারণ কর।" অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের যুক্তি ও পরামর্শ বিরুদ্ধ কার্য্য করিবার জন্য বলা হইতেছে।

(৭) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

لَوْ لَا بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَخْنِزِ اللَّحْمُ وَ لَوْ لَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ

اُنْثٰى زَوْجَهَا الدَّهْرَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যদি বনি-ইছরাইল সম্প্রদায় না হইত, তবে মাংস দুর্গন্ধ হইত না, আর যদি (হজরত) হাওয়া (আঃ) না হইতেন, তবে কোন স্ত্রীলোক কখনও নিজের স্বামীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিত না।

হজরত মুছা (আঃ) এর জামানায় ইছরাইল-সন্তানগণের উপর 'মান্না' ও ছালওয়া নাজিল হইত, আর সেই সময় খোদার আদেশ ছিল যে, তাহারা প্রত্যেক দিবসে যে পরিমাণ আবশ্যক হয়, তাহা গ্রহণ করিবে, তদরিক্ত আগামী দিবসের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবে না। তাহারা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আবশ্যকের অতিরিক্ত সঞ্চয় করিতে লাগিল, সেই সময় হইতে মাংস বিকৃত হওয়া আরম্ভ হইল এবং এই অবস্থা দুনইয়ার শেষ পর্য্যন্ত বাকি থাকিল।

হজরত হাওয়া (আঃ) হজরত আদম (আঃ) কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে অনুপ্রোণিত করিয়াছিলেন, হজরত আদম (আঃ) তাঁহার প্ররোচনায় পড়িয়া উহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। যদি হজরত হাওয়া (আঃ) এইরূপ নিষিদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠিত না করিতেন, তবে কোন স্ত্রীলোক নিজের স্বামীকে কুপরামর্শ প্রদান করিয়া কুপথে পরিচালিত করিত না।

বাইবেলে আছে—দুনইয়ায় সর্ব্বপ্রথম খোদার আদেশ অমান্য করিয়াছিল—একজন নারী, তিনি "ইভ" অথাৎ বিবি হাওয়া। সেইজন্য জগতে নারী জাতি নানাভাবে অসহায় ও পরনিভরশীল।

(৮) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَ اِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهٗ كَسَرْتَهٗ وَ اِنْ تَرَكْتَهٗ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ ☆

হজরত বলিয়াছেন, তোমরা স্ত্রীলোকদিগের কল্যাণের জন্য উপদেশ গ্রহণ কর, কেননা নিশ্চয় তাহারা পার্শ্বের অস্থি হইতে সৃজিত হইয়াছে এবং পার্শ্বের উপরি অংশ তন্মধ্যে সমধিক বক্র। যদি তুমি উক্ত পার্শ্বের অস্থিকে সোজা করিতে যাও, তবে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আর যদি তুমি উহা (উক্ত অবস্থায়) ত্যাগ কর, তবে উহা সর্ব্বদা বক্র হইয়া থাকিবে। কাজেই তুমি স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ কর।

(৯) ছহিহ মোছলেম ঃ—

اِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلٰى طَرِيْقَةٍ فَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَ بِهَا عِوَجٌ وَ اِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَ كَسْرُهَا طَلَاقُهَا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় স্ত্রীলোক পার্শ্বের অস্থি হইতে সৃজিত হইয়াছে সে কখন তোমার জন্য একইভাবে সোজা চলিবে না। যদি তুমি তদ্দ্বারা উপসত্ব ভোগ করিতে চাও, তবে এইরূপে উপসত্ব ভোগ করিবে যে, তাহার মধ্যে কিছু বক্রতা থাকিবে। আর যদি তুমি তাহাকে সোজা করিতে যাও, তবে তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আর তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলার অর্থ তালাক দেওয়া।"

মূল কথা, স্ত্রীলোকের বক্রতার উপর ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে, সে একবার স্বামীর আদেশ মানিবে, একবার অবাধ্যতা করিবে, একবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, একবার অকৃতজ্ঞতা করিবে, একবার অল্পে তুষ্টি লাভ করিবে, একবার অধিক লাভের জন্য লোভ করিবে। যতক্ষণ সে গোনাহমূলক কার্য্য না করে, ততক্ষণ তাহার ব্যবহারের উপর ধৈর্য্য ধারণ করিবে। গোনাহ করিতে থাকিলে, বাধা প্রদান করিতে থাকিবে।

(১০) আহমদ ঃ—

وَانْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ

عَصَاكَ اَدَبًا وَ اَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তুমি তোমার পরিজনকে সাধ্যানুসারে খোরপোশ দাও এবং আদবের জন্য নিজের যষ্ঠিকে তাহাদিগ হইতে তুলিয়া রাখিও না এবং আল্লাহতায়ালার আহকাম সম্বন্ধে তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন কর।"

(১১) আবুদাউদ ও এবনো-মাজা ঃ—

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ

اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا

تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ ☆

"মোয়াবিয়া কোসায়রি বলিয়াছেন, আমি বলিয়াছিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমাদের একজনের উপর তাহার স্ত্রীর হক কি ? (তদুত্তরে) তিনি বলিয়াছিলেন, যখন তুমি ভক্ষণ করিবে, তাহাকে ভক্ষণ করাইবে, যখন তুমি (নতুন বস্ত্র) পরিধান করিবে, তাহাকে পরিধান করাইবে, (প্রহর করা সঙ্গত বোধ করিলে) তাহার মুখমণ্ডলে প্রহার করিবে না, তাহাকে

গালি দিও না, (তাহার উপর দোষারোপ করিও না)। (তাহাকে বর্জ্জন করা সঙ্গত হইলে) এক ঘরে ব্যতীত পৃথক শয্যা করিও না।

ফাতাওয়াএ- কাজিখানে আছে ঃ—

স্বামী চারি কারণে স্ত্রীকে মারিতে পারে, (১) স্বামী তাহাকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলে, যদি সে না সজ্জিত হয়। (২) স্বামী সঙ্গম ইচ্ছায় তাহাকে ডাকিলে, যদি সে বিনা ওজোরে আদেশ লঙ্ঘন করে। (৩) নামাজ ও নাপাকির গোছল ত্যাগ করিলে। (৪) স্বামীর বিনা অনুমতিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে।

(১২) আবুদাউদ ও এবনো-মাজা ঃ—

قَالَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَا ضَرَبَ اِمْرَأَتَه‘ عَلَيْهِ

"হজরত বলিয়াছেন, পুরুষ যে কারণে স্ত্রীকে প্রহার করে, তজ্জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে না।" অর্থাৎ পুরুষ যদি অতিরিক্ত প্রহার না করে এবং মুখে প্রহর না করে, তবে ইহার জন্য গোনাহগার হইবে না।

(১৩) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

لَا يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَه‘ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِىْ اٰخِرِ الْيَوْمِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের একজন যেন নিজের স্ত্রীকে গোলামের প্রতি প্রহারের ন্যায় প্রহার না করে, তৎপরে সে তাহার সহিত দিবসের শেষ ভাগে সঙ্গম করিতে বাধ্য হইবে।

অর্থাৎ যে স্ত্রীর সহিত সে সঙ্গম করিতে বাধ্য হইবে, তাহাকে বেশী পরিমাণ প্রহার করা উচিত নহে।

(১৪) তেরমেজি ও দারমি ঃ—

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ

"হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সমধিক শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি হইবে, যে নিজের পরিজনের সহিত সমধিক সদ্ভাবে জীবন যাপনকারী হয়। আর আমি তোমদের মধ্যে নিজের পরিজনের সহিত সমধিক সদ্ভাবে জীবন যাপনাকারী।"

(১৫) তেরমেজি :—

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, ঈমানদারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঈমানদার উক্ত ব্যক্তি হইবে যে তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৎস্বভাব বিশিষ্ট হইবে। তোমাদের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিগণ সমধিক উৎকৃষ্ট হইবে—যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত সমধিক সদ্ভাবে জীবন যাপন কারী হয়।"

(১৬) তেরমেজি :—

اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهٖ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, ঈমানদারগণের মধ্যে সমধিক কামেল ঈমানদার উক্ত ব্যক্তি হইবে যে, তাহাদের মধ্যে সমধিক উৎকৃষ্ট স্বভাব বিশিষ্ট হয় এবং নিজের পরিজনের সহিত সমধিক কোমলতা অবলম্বনকারী হয়।"

(১৭) আবুদাউদ :—

عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ اِمْرَاَةً فِىْ لِسَانِهَا شَىْءٌ يَعْنِى الْبَذَاءَ قَالَ طَلِّقْهَا قُلْتُ اِنَّ لِىْ

مِنْهَا وَلَدًا وَ لَهَا صُحْبَةٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُوْلُ عِظْهَا فَإِنْ يَكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ وَ لَا تَضْرِبَنَّ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ ☆

"লকিত বেনে ছবেরা বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, নিশ্চয় আমার নিকট একটী স্ত্রী আছে—তাহার মুখের কিছু দোষ আছে, অর্থাৎ কটু কথা বলে। হজরত বলিলেন (যদি ছবর করিতে না পার) তবে তাহাকে তালাক দাও। আমি বলিলাম, নিশ্চয় তাহা হইতে আমার সন্তান সন্ততি আছে এবং তাহার সহিত (আমার) পুরাতন সাহচর্য্য রহিয়াছে। হজরত বলিলেন, এক্ষেত্রে তুমি তাহাকে উপদেশ প্রদান কর, যদি তাহার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকে, তবে অচিরে সে (উপদেশ) মানিয়া লইবে এবং নিজের স্ত্রীকে দাসীর প্রহারের ন্যায় প্রহার করিও না।"

একজন ছাহাবাকে তাহার স্ত্রী কটু কথা বলিয়াছিল, ইহাতে তিনি ধৈর্য্যচ্যুত অবস্থায় হজরত ওমার (রাঃ) এর নিকট ইহার বিচার প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইল যে, খলিফার স্ত্রী তাঁহার সহিত কলহ করিতেছে এবং কটুক্তি করিতেছে। হজরত ওমার (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য আগমন করিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমার স্ত্রী আমার সহিত কলহ ও কটুক্তি করিয়াছে। ইহার সুবিচার পাওয়ার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, কিন্তু এখানে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে, আপনার স্ত্রী আপনার সহিত ঐরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেছে। হজরত খলিফাতোল মোছলেমিন বলিলেন, যে স্ত্রীলোক তোমার পাচিকার কার্য্য করে, কাপড় পরিষ্কার করিয়া দেয়, তোমার কিম্বা তোমার পুত্র কন্যার মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া থাকে, তোমার গৃহের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া থাকে, তোমার সন্তান সন্ততি রক্ষণা-বেক্ষণ বা প্রতিপালন করে, তোমার মাল আছবাবের প্রহরীর কার্য্য করে, বিশেষতঃ তোমাকে ব্যভিচার হইতে রক্ষা করে, তাহার দুই চারটি কটুবাক্য তুমি সহ্য করিতে পারিলে না, আর

তজ্জন্য আমার নিকট উহার বিচারের জন্য আসিয়াছ? যাও এইরূপ কার্য্যে ধৈর্য ধারণ করা উচিত।

(১৮) ছহিহ মোছলেম ঃ—

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, মুছলমান পুরুষ যেন মুছলমান স্ত্রীর সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ না করে, যদি তাহার একটী চরিত্র না পছন্দ করে, তবে তাহার দ্বিতীয় চরিত্র পছন্দ করিবে।"

অর্থাৎ দুন্‌ইয়াতে নির্দ্দোষ স্ত্রী পাওয়া সম্ভব নহে। কাজেই তাহার উত্তম কার্য্যগুলির জন্য তাহাকে ভাল বাসিবে, আর মন্দ স্বভাবের জন্য তাহাকে মায়াফ করিবে।

(১৯) ছহিহ মোছলেম ঃ—

اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, সমস্ত দুনইয়াই সম্পদ এবং দুন্‌ইয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ নেককার স্ত্রী।

(২০) এবনো-মাজা ঃ—

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَّهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَ اِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَ اِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَ اِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَ مَالِهٖ ☆

হজরত বলিয়াছেন, কোন ঈমানদার ব্যক্তি পরহেজগারির পরে

নেককার স্ত্রী অপেক্ষা নিজের পক্ষে কোন কল্যাণদায়ক বস্তু প্রাপ্ত হয় নাই, যদি উক্ত স্বামী তাহাকে আদেশ করে, তবে সে উহা পালন করিয়া থাকে। যদি সে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে সে স্ত্রী তাহাকে আনন্দিত করে। যদি সে তাহাকে কছম দেয়, তবে সে উহা পূর্ণ করে। যদি সে তাহা হইতে অন্যস্থানে গমন করে, তবে উক্ত স্ত্রী নিজের নফছ ও স্বামীর অর্থের অপব্যবহার না করে, অর্থ্যাৎ নিজের এজ্জত ও স্বামীর অর্থ নষ্ট না করে।

(২১) শোয়াবোল ঈমান,—

اَرْبَعٌ مَنْ اُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ اُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

قَلْبٌ شَاكِرٌ وَ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَ بَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ وَ زَوْجَةٌ

لَا تَبْغِيْهِ خَوْنًا فِيْ نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে চারিটি বিষয় প্রদান করা হইয়াছে, নিশ্চয় তাহাকে দুনইয়া ও আখেরাতের শ্রেষ্ঠতম বিষয় প্রদান করা হইয়াছে, কৃতজ্ঞ অন্তর (শোকর গোজারদেল), জেকরকারী রসনা, বিপদে ধৈর্য্যধারণকারী শরীর এবং উক্ত স্ত্রী যে নিজের জাত ও স্বামীর অর্থে তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা না করে।"

(২২) শোয়াবোল-ইমান নাছায়ি ঃ—

قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَىُّ النِّسَاءِ

خَيْرٌ قَالَ النَّبِىُّ تَسُرُّهٗ اِذَا نَظَرَ وَ تُطِيْعُهٗ اِذَا اَمَرَ وَ لَا تُخَالِفُهٗ

فِىْ نَفْسِهَا وَلَا فِىْ مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ ☆

"(হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কোন স্ত্রী শ্রেষ্ঠ ? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, যখন স্বামী তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন সে তাহাকে আনন্দিত করে। যখন তাহার প্রতি কোন আদেশ করে, তখন সে তাহার আদেশ পালন করে। নিজের নফছ ও অর্থ সম্বন্ধে যে কার্য্য করিলে, স্বামী নারাজ হয়, এইরূপ কার্য্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ না করে।"

(২৩) হুলইইয়া ঃ—

اَلْمَرْاَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَ اَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَائَتْ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যদি স্ত্রীলোক পাঞ্জাগানা নামাজ পড়ে, রমজান মাসের রোজা রাখে, নিজের লজ্জাস্থান (জেনা হইতে) বিরত রাখে এবং নিজের স্বামীর আদেশ পালন করে, সে বেহেশতের যে কোন দ্বার দিয়া ইচ্ছা করে প্রবেশ করিবে"।

(২৪) তেরমেজি ঃ—

اَيُّمَا اِمْرَاةٌ مَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে কোন স্ত্রীলোক মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার স্বামী তাহার উপর রাজি হয়, সে বেহেশতে দাখিল হইবে।"

(২৫) তেরমেজি ঃ—

اِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَ اِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে সহবাস করার জন্য ডাকে সে যেন তাহার নিকট উপস্থিত হয় যদিও সে উনানের উপর (রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত) থাকে।

(২৬) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

اِذَا دَعَى الرَّجُلُ اِمْرَأَتَه' اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তাহার শয্যার দিকে ডাকে, ইহাতে সে অস্বীকার করে, তজ্জন্য স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাতি-যাপন করে, ফেরেশতাগণ তাহার প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার উপর লা'নত করিতে থাকেন।"

(২৭) তেরমেজি ও এবনো-মাজা ঃ—

لَا تُـؤْذِىْ اِمْرَاَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا اِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُه' مِنَ الْـحُوْرِ الْعِيْنِ لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ اَنْ يُّفَارِقَكِ اِلَيْنَا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, কোন স্ত্রীলোক নিজের স্বামীকে দুনইয়াতে যন্ত্রণা দিলে, তাহার (বেহেশতের) স্ত্রী প্রশস্থ চক্ষুধারিণীর হুর বলিতে থাকে, খোদা তোমাকে বিনষ্ট করুন, তুমি তাহাকে যন্ত্রণা প্রদান করিও না, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে যে, সে তোমার নিকট ক্ষণস্থায়ী অতিথি, সত্বরেই সে তোমাকে ত্যাগ করিয়া আমাদের দিকে আগমন করিবে।"

(২৮) শোয়াবোল ইমান ঃ—

ثَلٰثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلٰوةٌ وَلَا تُصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى مَوَالِيْهِ فَيَضَعُ يَدَهٗ فِيْ اَيْدِيْهِمْ وَالْمَرْاَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَالسَّكْرَانُ حَتّٰى يَصْحُوَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এরূপ আছে যে, তাহাদের নামাজ কবুল করা হইবে না এবং তাহাদের কোন নেকী (আরশের দিকে) উত্থান করা হইবে না—(১) পলায়নকারী ক্রীতদাস যতক্ষণ (না) সে নিজের মালেকদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাদের হস্ত সমূহে নিজের হস্ত রাখে (তাহাদের তা'বেদারি না করে)। (২) কোন স্ত্রীলোক যাহার উপর তাহার স্বামী রাগান্বিত থাকে। (৩) নেশাখোর যতক্ষণ (না) চৈতন্য লাভ করে।"

(২৯) আবুদাউদ ও এবনো-মাজা ঃ—

لَا تَصُوْمُ امْرَاَةٌ اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, কোন স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোজা করিবে না।"

(৩০) আবুদাউদ ঃ—

لَوْ كُنْتُ اٰمُرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ النِّسَاءَ اَنْ يَّسْجُدْنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যদি আমি কোন ব্যক্তির উপর কাহারও জন্য ছেজদা করার আদেশ করিতাম, তবে স্ত্রীলোকদের উপর তাহাদের

স্বামীর জন্য ছেজদা করিতে আদেশ করিতাম। যেহেতু আল্লাহ্ স্ত্রীলোকদিগের উপর তাহাদের হক স্থির করিয়াছেন।"

(৩১) আহমদ ঃ—

وَلَوْ اَمَرَهَا اَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ اَصْفَرَ اِلٰى جَبَلٍ اَسْوَدُ وَمِنْ جَبَلٍ اَسْوَدَ اِلٰى جَبَلٍ اَبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تَفْعَلَه' ☆

"হজরত বলিয়াছেন যদি স্বামী স্ত্রীলোকের উপর আদেশ করে যে, সে জরদ পর্ব্বত হইতে (প্রস্তর রাশি) কাল পর্ব্বতের দিকে এবং কাল পর্ব্বত হইতে শ্বেত পর্ব্বতের দিকে স্থানান্তরিত করুক, তবে তাহার পক্ষে উচিত এই যে, সে উক্ত আদেশ পালন করে।"

(৩২) দারকুৎনি ঃ—

مَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْأً عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْأً عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ ভূপৃষ্ঠে গোলামকে মুক্তি প্রদান করা অপেক্ষা তাঁহার নিকট সমধিক প্রীতিজনক কোন বস্তু সৃষ্টি করেন নাই। আর আল্লাহ ভূপৃষ্ঠে তালাক অপেক্ষা তাঁহার নিকট সমধিক ঘৃণিত বস্তু সৃষ্টি করেন নাই।"

(৩৩) আবুদাউদ ঃ—

اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার নিকট তালাক সমধিক ঘৃণিত হালাল।"

(৩৪) নাছায়ি ঃ—

اَلْمُنْتَزِعَاتُ وَ الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে স্ত্রীলোকেরা নিজেদের স্বামীদিগের বিরুদ্ধাচরণ কারিণী ও (বিনা কারণে) স্বামীদের নিকট খোলা তালাক প্রার্থিনী হয়, তাহারা মোনাফেক।"

(৩৫) তেরমেজি, আবুদাউদ ও এবনো-মাজা ঃ—

اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِىْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে স্ত্রীলোক বিনা জরুরত নিজ স্বামীর নিকট তালাক চাহে, তাহার উপর বেহেশতের গন্ধ হারাম হইবে।"

(৩৬) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

اِنَّ اِمْرَاةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ ضَرَّةً فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِىْ غَيْرَ الَّذِىْ يُعْطِيْنِىْ فَقَالَ اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ ☆

"নিশ্চয় একটী স্ত্রীলোক বলিয়াছিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, নিশ্চয় আমার একজন সতীন আছে, যদি আমার স্বামী যাহা আমাকে প্রদান করিয়া থাকেন, তদরিক্ত বস্তু আমাকে প্রদান করার কথা প্রকাশ করি, তবে আমার পক্ষে গোনাহ হইবে কি? তদুত্তরে হজরত বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন বস্তু না পাইয়া উহা পাওয়ার কথা প্রকাশ করে, সে দুইটি মিথ্যা বস্ত্র পরিধানকারীর তুল্য। যে ব্যক্তি দুইখানা আরিএতি কিম্বা আমানতি বস্ত্র পরিধান করতঃ

নিজের বস্ত্র বলিয়া দাবী করে, কিম্বা একটী পিরহানের ডবল আস্তিন লাগাইয়া ডবল পিরহান করার দাবি করে, তাহার যেরূপ গোনাহ্ হইবে, উপরোক্ত স্ত্রীলোকের সেইরূপ গোনাহ্ হইবে।"

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আরবে একটি লোক ছিল সে দুইখানা মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করিত, যেন লোকে তাহার সম্মান করে, কিন্তু সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিত, লোকে তাহাকে বস্ত্রের জন্য সত্যবাদী ধারণা করিত। দুইটী মিথ্যার বস্ত্র পরিধানকারী বলিয়া উক্ত ব্যক্তি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

---

# নরহত্যা

(১) ছুরা মায়েদা, ৫ রুকু ঃ—

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ

"যে ব্যক্তি কোন মনুষ্য হত্যা কিম্বা জমিতে অশান্তি উৎপাদনের কারণ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে, সে যেন সমস্ত মনুষ্যকে হত্যা করিয়াছে। আর যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে জীবন দান করিয়াছে (অর্থাৎ প্রাণ হত্যার বিনিময় না লইয়া ক্ষমা করিয়া দিয়াছে), সে যেন সমস্ত মনুষ্যকে জীবন দান করিল।"

(২) ছুরা নেছা, ১৩ রুকু ঃ—

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ۝

"এবং যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে কোন ঈমানদারকে হত্যা করে, তাহার প্রতিশোধ দোজখ হইবে, সে উহাতে চিরস্থায়ী হইবে এবং খোদা তাহার উপর কোপান্বিত হইয়াছেন এবং তাহার উপর লা'নত করিয়াছেন এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।"

৩। ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِىْ الدِّمَاءِ ☆

"(হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, প্রথমে কেয়ামতের দিবস লোকদিগের মধ্যে প্রাণ হত্যা সম্বন্ধে বিচার করা হইবে।"

৪। ছহিহ বোখারি ঃ—

لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِىْ فُسْحَةٍ مِّنْ دِيْنِهٖ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, ঈমানদার ব্যক্তি যতক্ষণ হারাম রক্তপাত না করে, ততক্ষণ সর্ব্বদা নিজের দ্বীনের প্রশস্ততার মধ্যে থাকে অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার রহমতের আশাযুক্ত থাকিতে পারে।"

৫। তেরমেজি ও নাছায়ি ঃ—

لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

"আল্লাহতায়ালার নিকট একজন মুছলমান ব্যক্তির প্রাণ হত্যা অপেক্ষা দুনইয়া বিধস্ত হওয়া সমধিক সহজ।"

৬। তেরমেজি ঃ—

لَوْ اَنَّ اَهْلَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ اِشْتَرَكُوْا فِىْ دَمِ مُؤْمِنٍ لَاَكَبَّهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যদি আছমান ও জমির অধিবাসীগণ একজন

ঈমানদারের হত্যাকাণ্ডে শরিক হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে অধো-মস্তকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন।”

৭। তেরমেজি, নাছায়ি ও এবনো-মাজা ঃ—

يَجِيُّ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ نَاصِيَتُهٗ وَ رَاسُهٗ بِيَدِهٖ وَ اَوْدَاجُهٗ تَسْخُبُ دَمًا يَقُوْلُ يَا رَبِّ قَتَلَنِىْ حَتّٰى يُدْنِيَهٗ مِنَ الْعَرْشِ ☆

“হজরত বলিয়াছেন, নিহত ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস হত্যাকারীকে আনয়ন করিবে, হত্যাকারী ললাট ও মস্তক নিহত ব্যক্তির হস্তে থাকিবে, তাহার শরীরসমূহ হইতে রক্তপাত হইতে থাকিবে। সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক, এই ব্যক্তি আমার হত্যা সাধন করিয়াছিল, এমন কি সে উক্ত হত্যাকারীকে আরশের নিকট লইয়া যাইবে।”

৮। এবনো-মাজা ঃ—

مَنْ اَعَانَ عَلٰى قَتْلِ مُؤْمِنٍ شَطْرَ كَلِمَةٍ لَقِىَ اللّٰهَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اٰئِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ☆

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অর্দ্ধেক কথা দ্বারা কোন ঈমানদারের হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করিয়াছে, যখন সে খোদার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, সেই সময়ে তাহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে লিখিত থাকিবে, ‘এই ব্যক্তি খোদার রহমত হইতে নিরাশ।”

৯। ছহিহ বোখারি ঃ—

مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لَّا يَحُوْلَ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْأُ كَفٍّ مِّنْ دَمٍ اَهْرَاقَهٗ فَلْيَفْعَلْ ☆

"যে ব্যক্তি সক্ষম হয় যে, তাহা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এক গণ্ডুষ রক্তপাত তাহার মধ্যে এবং বেহেশতের মধ্যে অন্তরাল না হয়, সে যেন উহার অনুষ্ঠান না করে।"

১০। ছহিহ বোখারি ঃ—

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا ☆

"যে ব্যক্তি সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ কোন লোককে হত্যা করে, সে বেশেতের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইবে না এবং নিশ্চয় উহার সুঘ্রান ৪০ বৎসর ব্যবধান পথ হইতে পাওয়া যাইবে।"

১১। ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

مَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدّٰى فِيْهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا ☆

وَ مَنْ تَحَسّٰى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِىْ يَدِهٖ يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِىْ يَدِهٖ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِىْ بَطْنِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَالَّدًا فِيْهَا اَبَدًا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড় হইতে নিক্ষেপ করিয়া আত্মহত্যা করিল, সে দোজখে নিজকে চিরকাল নিক্ষেপ করিতে

থাকিবে, কখন উহা হইতে বাহির হইবে না। আর যে ব্যক্তি বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করিল, উক্ত বিষ তাহার হস্তে থাকিবে, সে দোজখের অগ্নিতে চিরকাল উহা পান করিতে থাকিবে, কখন তথা হইতে বাহির হইবে না। আর যে ব্যক্তি তেজ অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করিল, উক্ত তেজ অস্ত্র তাহার হস্তে থাকিবে, সে চিরকাল দোজখের অগ্নিতে নিজের উদরে তদ্দ্বারা আঘাত করিবে, কখনও উহা হইতে বাহির হইবে না।"

১২। ছহিহ বোখারি ঃ—

اَلَّذِىْ يَخْنُقُ نَفْسَهٗ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ وَ الَّذِىْ يَطْعَنُهَا فِى النَّارِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গলা টিপিয়া আত্মহত্যা করে, সে দোজখে গলা টিপিতে থাকিবে। আর যে ব্যক্তি বল্লম মারিয়া আত্মহত্যা করে, সে বল্লম মারিতে থাকিবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি গলায় ফাঁসি লাগাইয়া আত্মহত্যা করিবে, সে চিরকাল দোজখে উহা করিতে থাকিবে।

---

## জেনা

১। ছুরা বনি-ইছরাইল, ৪ রুকু ঃ—

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤی اِنَّهٗ کَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِیْلًا ۝

"এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্ত্তী হইও না, নিশ্চয় উহা লজ্জাজনক কার্য্য এবং উহা মন্দ পথ।"

২। ছুরা ফোরকান, ৬ রুকু ঃ—

وَالَّذِیْنَ لَا یَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا یَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا یَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ یَّفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ اَثَامًا ۝ یُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَیَخْلُدْ فِیْهٖ مُهَانًا ۝ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَکَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ۝

"আর আল্লাহর খাস বান্দা উহারা হইবে যাহারা আল্লাহর সহিত অন্য উপাস্যের পূজা করে না এবং ন্যায় সঙ্গত অবস্থা ব্যতীত আল্লাহ যে মনুষ্যের হত্যা করা হারাম করিয়া দিয়াছেন তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যে ব্যক্তি উল্লিখিত গোনাহ করে, সে 'আছাম'

দেখিতে পাইবে, এইরূপ ব্যক্তির জন্য কেয়ামতের দিবস শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে এবং সর্ব্বদা লাঞ্চিত অবস্থায় উক্ত শাস্তিতে থাকিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি তওবা করে ও ঈমান আনে এবং সৎকার্য্য করে, আল্লাহ্ তাহাদের গোনাহগুলিকে সৎকার্য্য গুলির সহিত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবেন এবং আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল মহা দয়াশীল।

'আছাম' দোজখের একটী জঙ্গল কিম্বা কুণ্ডা, উহাতে ব্যভিচারীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে, কিম্বা দোজখিদের শরীর হইতে বিগলিত পূঁজ রক্ত।—মুজেহোল-কোরআন।

৩। ছুরা মোমেনুন, ১ রুকু ঃ—

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَا تِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

"নিশ্চয় উক্ত ইমানদারগণ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন— যাহারা নিজেদের নামাজে নত কিম্বা ভীত হয়েন, আর যাহারা জাকাত আদায়কারী হয়েন, আর যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে (পুরুষাঙ্গকে) নিজেদের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্য হইতে রক্ষণাবেক্ষণকারী হয়েন, কেননা নিজেদের স্ত্রী ও ক্রীতদাসীকে তুষ্টকারী ব্যক্তিগণ তিরস্কৃত হইবেন না। অর যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্য স্ত্রীর সহবাস চেষ্টা করে, তাহারাই সীমা লঙঘনকারী। আর যাহারা নিজেদের গচ্ছিত বস্তু ও অঙ্গীকারের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, আর যাহারা নিজেদের নামাজের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাহারাই উত্তরাধিকারী ফেরদাওছের উত্তরধিকারী হইবেন, তাহারা উহাতে চিরস্থায়ী হইবেন।"

৪। ছুরা নূর, ১ রুকু ঃ—

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص

"আর (অবিবাহিতা) ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক এবং (অবিবাহিত) ব্যাভিচারী পুরুষ এতদুভয়ের প্রত্যেককে তোমরা শত কশাঘাত কর।"

যদি কোন বালেগ মুছলমান পুরুষ নিজের স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিয়া থাকে, কিম্বা বালেগা মুছলমান স্ত্রীলোক স্বামী সঙ্গম করিয়া থাকে, ইহারা জেনা করিলে, ইহাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলার হুকুম হইয়াছে, কিন্তু উপরোক্ত কশাগাত ও প্রস্তরাঘাত করা মুছলমান বাদশাহর কার্য্য, সাধারণ লোকদের পক্ষে হদজারি করার হুকুম নাই।

৫। ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَدْعُوَ اللّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ

"এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, কোন্ গোনাহ আল্লাহতায়ালার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বড় ? হজরত বলিলেন, তোমার আল্লাহতায়ালার শরিক স্থাপন করা অর্থাৎ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সে বলিল, তৎপরে কোন্ গোনাহ হজরত বলিলেন, তোমার নিজের সন্তানকে এই আশঙ্কায় হত্যা করা যে, সে তোমার সহিত খাইবে। সে বলিল তৎপরে কোন গোনাহ্ বড় ? হজরত বলিলেন, তোমার নিজের প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত জেনা করা।"

৬। ছহিহ মোছলেম ঃ—

ثَلٰثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এরূপ হইবে যে, আল্লাহ কেয়ামতের দিবস তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না, তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না, তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রাদায়ক শাস্তি হইবে। (১) বৃদ্ধ ব্যাভিচারী (২) বাদশাহ মিথ্যাবাদী (৩) দরিদ্র অহঙ্কারী।

(৭) ছহিহ বোখারি ঃ—

رَاَيْتُ الَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِى فَاَخَذَا بِيَدَىَّ فَاَخْرَجَانِىْ اِلٰى اَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ حَتّٰى اَتَيْنَا اِلٰى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّوْرِ اَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَ اَسْفَلُهٗ وَاسِعٌ تَتَوَقَّدُ تَحْتَهٗ نَارٌ فَاِذَا اِرْتَقَتْ اِرْتَفَعُوْا حَتّٰى كَادَ

اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا وَ اِذَا خَمِدَتْ رَجَعُوْا فِيْهَا وَ فِيْهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَا هٰذَا......قَالَا...... وَ الَّذِىْ رَاَيْتَهٗ فِى الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَ اَنَا جِبْرَئِيْلُ وَ هٰذَا مِيْكَائِيْلُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আমি অদ্য রাত্রে দুই ব্যক্তিকে দেখিয়া ছিলাম যে, তাঁহারা আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক আমার হস্তদ্বয় ধরিয়া আমাকে পাক জমিনের (শামের) দিকে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন—এমন কি আমরা উনানের ন্যায় একটি গর্ত্তের নিকট উপস্থিত হইলাম, উহার উপরিভাগ সঙ্কীর্ণ এবং নিম্নভাগ প্রশস্ত, উহার নিম্নদেশ অগ্নিতে জ্বলিতেছিল। যখন উক্ত অগ্নি উর্দ্ধগামী হইতেছিল, তখন উহার মধ্যস্থ লোকগুলি উর্দ্ধগামী হইতেছিল, এমন কি প্রায় তাহাদের বাহিরে আসিবার সম্ভাবনা হইতেছিল। আর যখন অগ্নিশিখা অধোগামী হইতেছিল, তাহারাও অধোগামী হইতেছিল এবং উহার মধ্যে কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক উলঙ্গাবস্থায় রহিয়াছে। ইহাতে আমি বলিলাম, ইহা কি ? তাহারা উভয়ে বলিলেন, আপনি যাহাদিগকে গর্ত্তের মধ্যে দেখিয়াছেন, ইহারাই ব্যাভিচারিগণ। আমি জিবরাইল এবং ইনি মিকাইল।"

৮। ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

لَا يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ

হজরত বলিয়াছেন ঃ—

"যখন ব্যাভিচারি ব্যক্তি ব্যাভিচার করে, তখন সে (পূর্ণ) ঈমানদার থাকে না।"

৯। মোয়াত্তায়-মালেক ঃ—

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِىْ قَوْمٍ اِلَّا اَلْقَى اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَلَا فَشَارَ الزِّنَا فِىْ قَوْمٍ اِلَّا كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَ لَا نَقَصَ قَوْمُ نِ الْمِكْيَالَ وَ الْمِيْزَانَ اِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ وَ لَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الدَّمُ وَ لَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ اِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ ☆

"(হজরত) এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, যুদ্ধ লব্দ দ্রব্য আত্মসাৎ করার নিয়ম কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশিত হইলে, খোদা তাহাদের অন্তরে শত্রুর আতঙ্ক নিক্ষেপ করেন। কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, তাহাদের মধ্যে মৃত্যু (মহামারী) অধিক হইয়া থাকে। কোন সম্প্রদায় পরিমাণ ও ওজনে কম করিলে, তাহাদের জীবিকা হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। কোন সম্প্রদায় অবিচার করিলে, তাহাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড প্রবল হইয়া পড়ে। কোন সম্প্রদায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে, তাহাদের উপর শত্রুকে প্রবল করিয়া দেওয়া হয়।"

১০। তেবরানী ও বাজ্জাজ রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) মে'রাজের রাত্রে কতকগুলি লোককে দেখিয়াছিলেন যে, তাহাদের সম্মুখে একটী পাত্রে উৎকৃষ্ট রন্ধন করা মাংস রহিয়াছে এবং দ্বিতীয় পাত্রে বিকৃত দুর্গন্ধ অপরিপক্ক মাংস রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা উৎকৃষ্ট মাংস ভক্ষণ না করিয়া বিকৃত মাংস ভক্ষণ করিতেছে। হজরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, এই পুরুষগুলির পাক হালাল স্ত্রী থাকিতেও ইহারা নাপাক ব্যভিচারিনী স্ত্রীলোকদের নিকট গিয়া প্রভাত পর্য্যন্ত তথায় রাত্রি যাপন করিত।

আর এই স্ত্রীলোকদিগের পাক হালাল স্বামী ছিল, কিন্তু ইহারা নাপাক ব্যভিচারি পুরুষদের নিকট গিয়া প্রভাত পর্য্যন্ত তথায়া রাত্রি যাপন করিত।

১১। বয়হকি রেওয়াএত করিয়াছেন ঃ—

"হজরত (ছাঃ) মে'রাজের রাত্রে কতকগুলি স্ত্রীলোককে তাহাদের স্তনগুলি খোলা অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, তাহারা ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক ছিল।"

১২। আহমদ রেওয়াএত করিয়াছেন ঃ—

مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرُّشَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে জেনা বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎকোচ প্রকাশিত হয়, তাহাদের উপরে শত্রুর ভয় প্রবল করিয়া দেওয়া হইবে।"

১৩। ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ وَ يَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَ يَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতের শর্ত্তগুলির মধ্যে এই যে, এলম হ্রাস করা হইবে, অনভিজ্ঞতা অধিক হইবে, জেনা অধিক হইবে এবং মদ-পান অধিক হইবে।"

আমাদের দেশে কয়েক কারণে জেনা অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে, তন্মধ্যে মন্দ লোকদিগের দুষ্ট সংসর্গে থাকা অন্যতম, ইহার দ্বারা অনেক সময়ে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।"

১৪। মাওলানা রুমি বলিয়াছেন ঃ—

صحبت صالح ترا صالح کند

صحبت طالح ترا طالح کند

"সৎলোকের সঙ্গ তোমাকে সজ্জন করিয়া দিবে, অসৎলোকের সঙ্গ তোমাকে অসৎ করিয়া দিবে।" দ্বিতীয়—পুত্র কন্যাদিগকে উপযুক্ত বয়সে বিবাহ না দিলে ব্যভিচারের সূত্রপাত হইয়া থাকে।

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, কন্যাদিগের ১২ বৎসরের মধ্যে এবং পুত্রদিগকে ১৭ বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিবে।

আমাদের দেশের লোকেরা সুনাম লাভের জন্য জাকজমকের সহিত বিবাহ ভোজ করার বাসনায় পুত্র কন্যার বিবাহে অযথা বিলম্ব করিয়া থাকে ইহাতে দ্বীন ও দুনইয়ার ক্ষতি হইয়া থাকে।

১৫। শোয়াবোল-ঈমান ঃ—

مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اِسْمَهٗ وَ اَدَبَهٗ فَاِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَاِنْ بَلَغَ وَ لَمْ يُزَوِّجْهُ فَاَصَابَ اِثْمًا فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ عَلٰى اَبِيْهِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যাহার কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে যেন তাহার উত্তম নাম রাখিয়া দেয় এবং তাহাকে (দ্বীন ও দুনইয়া সংক্রান্ত) আদব শিক্ষা প্রদান করে। তৎপরে সে যখন বালেগ হয়, উক্ত পিতা যেন তাহার বিবাহ দিয়া দেয়। যদি সে বালেগ হইয়া যায় এবং তাহার পিতা তাহার বিবাহ করাইয়া না দেয়, তৎপরে সেই পুত্র গোনাহ কার্য্যে (জেনা ইত্যাদি) লিপ্ত হইয়া পড়ে, তবে তাহার গোনাহ তাহার পিতার উপর বর্ত্তিবে।

১৬। আরও উক্ত কেতাব ঃ—

قَالَ فِى التَّورٰةِ مَكْتُوبٌ مَنْ بَلَغَتْ اِبْنَتُهُ اِثْنَتَىْ عَشَرَةَ سَنَةً وَ لَمْ يُزَوِّجْهَا فَاصَابَتْ اِثْمًا فَاِثْمُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তওরাতে লিখিত আছে— যে ব্যক্তির কন্যার বয়স বার বৎসর হইয়াছে এবং সে তাহাকে বিবাহ করাইয়া দিল না, তৎপরে সে কন্যা জেনা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়, তবে উহার গোনাহ পিতার উপর বর্ত্তিবে।"

আমাদের দেশের লোকেরা উচ্চবংশ ও অর্থসম্পদ অনুসন্ধান করিতে গিয়া কন্যা বিবাহ দিতে অনর্থক বিলম্ব করিয়া গোনাহগার হইয়া থাকে।

১৭। ছহিহ তেরমেজি ঃ—

اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَ خُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ اِنْ لَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَ فَسَادٌ عَرِيْضٌ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যখন তোমাদের নিকট (তোমাদের কন্যা, ভগ্নি ইত্যাদির সহিত নেকাহ সম্বন্ধে) উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রস্তাব করে যাহার ধর্ম্ম ও চরিত্র তোমরা পছন্দ করিয়া থাক, তখন তাহার সহিত নেকাহ দাও। আর যদি তোমরা ইহা না কর, তবে জমিতে অশান্তি ও মহা ফাছাদ হইবে।"

অনেকে বিধবাদিগকে নেকাহ দেওয়া লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন, এইজন্য, জেনা, ভ্রূণ হত্যা অধিক পরিমাণ হইয়া থাকে।

১৮। কোরআন ছুরা নূর, ৪ রুকু ঃ—

وَانْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط

"এবং তোমরা তোমাদের বিধবাদিগের এবং তোমাদের নেক্কার গোলাম ও দাসীদিগকে নেকাহ দাও, যদি তাহারা দরিদ্র হয়, তবে খোদা নিজের অনুগ্রহে তাহাদিগকে ধনী করিয়া দিবেন।"

১৯। ছহিহ তেরমেজি ঃ—

قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلٰثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَدْتَّ لَهَا كُفُوًا ☆ —

"হজরত বলিয়াছেন, হে আলী, তিনটি বিষয় বিলম্ব করিও না (১) যখন নামাজের ওয়াক্ত উপস্থিত হয়। (২) যখন জানাজা উপস্থিত হয়। (৩) যখন বিধবার জন্য উপযুক্ত পাত্র পাও।

হজরত নবি (ছাঃ) এক হজরত আএশা (রাঃ) ব্যতীত সমস্ত বিবির সহিত তাহাদের বিধবা অবস্থায় নেকাহ করিয়া ছিলেন। প্রথমে তিনি বিধবা হজরত খোদায়েজার (রাঃ) সহিত নেকাহ করিয়াছেন, তাঁহার গর্ভে হজরত ফাতেমা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সমস্ত সৈয়দ বংশরে উৎপত্তি তাঁহার হইতে হইয়াছে।

হজরত এবরাহিম (আঃ) এর ঔরষে দাসী হজরত হাজেরা (আঃ) এর গর্ভে এছমাইল (আঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) পয়দা হইয়াছিলেন।

ইহাতে বুঝা যায় যে, বিধবা নিকাহ এনকার, করিলে, নবিগণের ও সৈয়দগণের উপর এনকার করা হইবে তাহার ঈমান নষ্ট হইয়া যাইবে।

স্থল বিশেষে বিধবারা স্বেচ্ছায় নেকাহ করিতে চাহে না, কিন্তু পরিনামে গুপ্ত জেনায় লিপ্ত হইয়া কুলে কলঙ্কের কালিমা লেপন করিয়া থাকে।

যে বিধবাদের জেনায় লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে, তাহাদের সন্তান সন্ততি হইয়া থাকুক, আর নাই থাকুক, নেকাহ করা ওয়াজেব।

আর যাহাদের জেনার আশঙ্কা না থাকে, তাহারা সন্তানদিগের প্রতিপালনের জন্য নেকাহ না করিলে, ছওয়াবের ভাগী হইবে।

আর যদি তাহাদের সন্তান না হইয়া থাকে, তবে তাহাদের পরকালে মহা ফলোদায়ক হইবে।

(২০) এমাম গাজ্জালি লিখিয়াছেন ঃ—

একস্থানে একজন পীর ছাহেব ছিলেন, তিনি নিকাহ করিয়াছিলেন না, মুরিদেরা এই ছুন্নত পালনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিতেন, আমি বিবাহ করিলে, স্ত্রী সন্তান সন্ততির জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে, ইহাতে আমার এবাদত কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবে। এক রাত্রে পীর ছাহেব স্বপ্নযোগে দেখিলেন, যে কেয়ামত উপস্থিত হইয়াছে, আসমান খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে, জমি তাম্রের ন্যায় হইয়াছে, সূর্য্য এক মাইল মস্তকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, পিপাসায় লোকের জিহ্বা এক বিঘত কিম্বা এক হস্ত লম্বা হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, লোকে পানি পানি করিয়া চিৎকার করিতেছে। এমতাবস্থায় একদল জ্যোতিষ্মান বালক বালিকা পানিপূর্ণ কুঁজা লইয়া কতকগুলি লোককে পানি পান করাইতেছে।

যাহারা একবার পানি পান করিতেছে, তাহারা পিপাসা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইতেছে। পীর ছাহেবের জিহ্বা এক বিঘত লম্বা হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বালকগণকে পানির জন্য আহ্বান করিলে, তাহারা বলিতে লাগিল, যাহারা পৃথিবীতে নেকাহ করিয়াছিল, আর তাহাদের সন্তান সন্ততি পয়দা হইয়া নাবালেগ অবস্থায় মরিয়া গিয়াছিল, সেই সন্তান আমরা, অদ্য জ্যোতিষ্মান আকৃতি ধারণ করিয়া নিজেদের পিতা মাতাদিগকে কওছারের পানি পান করাইতেছি। হে পীর ছাহেব আপনি নেকাহ করেন নাই, আপনার সন্তান সন্ততি পয়দা হয় নাই এবং মরে নাই, কাজেই আপনি এই পানি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

তিনি এই স্বপ্ন দেখার পরে নেকাহ করেন।

আমাদের দেশে কতক লোক জামাতার সহিত মনোমালিন্য ঘটিবার জন্য যুবতী কন্যাকে আবদ্ধ রাখিয়া দেয়, ইহাতে গুপ্ত জেনা সংগঠিত হইয়া থাকে।

(২১) ছহিহ মোছলেম ঃ—



اِنَّ اِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهٗ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاءُ يَفْتِنُوْنَ النَّاسَ فَاَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِئُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُوْلُ مَا صَنَعْتَ شَيْأً قَالَ يَجِئُ اَحَدُ هُمْ فَيَقُوْلُ مَا تَرَكْتُهٗ حَتّٰى فَرَّقْتُ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ اِمْرَاَتِهٖ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَ يَقُوْلُ نِعْمَ اَنْتَ قَالَ الْاَعْمَشُ اَرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهٗ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় ইবলিছ পানির উপর নিজের সিংহাসন স্থাপন করে, তৎপরে লোকদিগকে গোমরাহ (ভ্রান্ত) করা উদ্দেশ্যে নিজের সৈন্যদিগকে প্রেরণ করে। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সমধিক ভ্রান্তকারী হয়, সেই ব্যক্তি তাহার নিকট মর্য্যাদায় সমধিক নিকট্যবর্ত্তী হয়। তাহাদের একজন আসিয়া বলে, আমি এই কার্য করিয়াছি। ইহাতে শয়তান বলিতে থাকে, তুমি কিছুই কর নাই।

হজরত বলিয়াছেন, তৎপরে তাহাদের একজন আসিয়া বলে আমি উহাকে ছাড়ি নাই, এমন কি আমি তাহার মধ্যে এবং তাহার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছি।

হজরত বলিয়াছেন, ইহাতে শয়তান তাহাকে নিজের নিকটে স্থান দান করে এবং বলে, তুমি অতি উত্তম ব্যক্তি।

আ'মাশ বলিয়াছেন, আমি ধারণা করি যে, হজরত জাবের ইহাও বলিয়াছেন, তৎপরে শয়তান তাহাকে গলায় মিলাইয়া লইয়া থাকে।"

২২। আবুদাউদ ঃ—

لَيْسَ مِنَّا مَنْ جَنَّبَ اِمْرَاَةً عَلٰى زَوْجِهَا اَوْ عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهٖ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে তাহার স্বামীর উপর কিম্বা কোন দাসকে তাহার মালিকের উপর বিরাগ ভাজন করিয়া দেয়, সে আমার তরিকা হইতে খারিজ হইবে।"

২৩। ছহিহ মোছলেম ঃ—

وَ رَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَ لَا يُمْسِىْ اِلَّا وَ هُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ اَهْلِكَ وَ مَالِكَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক প্রভাত ও সন্ধ্যায় তোমার পরিজন ও অর্থ সম্বন্ধে প্রবঞ্চনা করে, সে দোজখী হইবে।"

আমাদের দেশে কেহ একাধিক বিবাহ করিয়া একটীকে লইয়া বসবাস করে, অন্যের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া থাকে, এই হেতু সে জেনাতে লিপ্ত হয়, এই জেনার অংশিদার তাহার স্বামীও হইবে।

২৪। কোরআন ছুরা নেছা, ১৯ রুকু ঃ—

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط

"এবং তোমরা কখনও (দৈনিক ব্যয়ে এবং সঙ্গম করা সম্বন্ধে) স্ত্রীদিগের মধ্যে সমান হক আদায় করিতে পারিবে না—যদিও তোমরা আগ্রহ কর, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে (এক স্ত্রীর দিকে) ঝুকিয়া পড়িও না, অনন্তর অন্য স্ত্রীকে আবদ্ধ অবস্থায় পরিত্যাগ করিও না অর্থাৎ তাহার সহিত স্ত্রী পুরুষের ব্যবহার করিবে না এবং তালাকও দিবে না।"

২৫। তেরমেজি, আবুদাউদ ও নাছায়ি ঃ—

اِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ اِمْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ شِقُّهٗ سَاقِطٌ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যাহার নিকট দুই স্ত্রী থাকে এবং সেই উভয় স্ত্রীর মধ্যে ন্যায় বিচার না করে, সে কেয়ামতের দিবস পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত অবস্থায় আসিবে।"

২৬। আহমদ ও নাছায়ি ঃ—

قَالَ ثَلٰثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ الْعَاقُّ وَ الدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ فِىْ اَهْلِهِ الْخُبْثَ ☆

হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ তিন ব্যক্তির বেহেশত হারাম করিয়াছেন—(১) সর্ব্বদা মদ্যপানকারী (২) পিতামাতার বিরুদ্ধাচারণকারী (৩) দাইউছ যে নিজে পরিজনের মধ্যে জেনা দেখিয়া বাধা প্রদান না করে।

২৭। আবু দাউদ ও নাছায়ি ছনদে মোনকাতাসহ বর্ণনা করিয়াছেন,

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ لِىْ اِمْرَاَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ طَلِّقْهَا فَقَالَ اِنِّىْ اُحِبُّهَا قَالَ اَمْسِكْهَا اِذًا ☆

"হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি (হজরত) নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল নিশ্চয় আমার একটী স্ত্রী আছে সে কোন স্পর্শকারীর হস্তকে বাধা প্রদান করে না, অর্থাৎ যে তাহার সহিত ব্যভিচার ইচ্ছা করে, তাহাকে সে বাধা প্রদান করে না। তদুত্তরে নবী (ছাঃ) বলিলেন, তুমি তাহাকে তালাক দাও। তৎশ্রবণে সে বলিল, নিশ্চয় আমি তাহাকে ভালোবাসি। তখন হজরত বলিলেন, এক্ষেত্রে তুমি তাহাকে জেনা হইতে বিরত রাখ।"

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, এইরূপ স্ত্রীলোক তালাক দেওয়া উত্তম, আর যদি অতিরিক্ত প্রেমের জন্য, কিম্বা তাহা হইতে সন্তান সন্ততি থাকে, স্ত্রী তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিবে না, অথবা স্ত্রীর মোহর তাহার উপর থাকে, আর স্বামী উহা আদায় করিতে অক্ষম হয়, তবে তাহাকে তালাক না দেওয়া জায়েজ হইবে, কিন্তু শর্ত্ত এই যে, তাহাকে কুকার্য্য হইতে বাধা প্রদান করিবে। আর যদি বাধা প্রদান না করে, তবে তালাক না দেওয়ার জন্য গোনাহগার হইবে। মাজাহেরে হক। ৩/১৮৭।

---

# জেনার আনুসঙ্গিক ব্যাপার

১। মোছলেম ঃ—

اَلْعَيْنَانِ زِنَا هُمَا النَّظَرُ وَ الْاُذُنَانِ زِنَا هُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَالِلّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَ الْيَدُ زِنَا هَا الْبَطْشُ وَ الرِّجْلُ زِنَا هَا الْخُطٰى وَ الْقَلْبُ يَهْوٰى وَ يَتَمَنّٰى وَ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرَجُ وَ يُكَذِّبُهُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, দুই চক্ষের জেনা (কামভাবে বেগানা স্ত্রীলোকের দিকে) দৃষ্টিপাত করা দুইকর্ণের জেনা (তাহার কামোত্তেজক কথা) মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করা, রসনার জেনা (তাহার সহিত)কথা বলা, হস্তের জেনা (তাহাকে) স্পর্শ করা, পায়ের জেনা (জেনার জন্য) চলা, অন্তর কামনা ও বাসনা করে এবং লজ্জার স্থান উহা সত্য, করিয়া দেখায় কিম্বা অসত্য করিয়া দেখায়।"

২। কোরআন ছুরা মো'মেন ২ রুকু ঃ—

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ۝

উক্ত খোদা চক্ষুগুলির চুরি এবং অন্তর সমূহ যাহা গোপন করিয়া থাকে, তাহা অবগত আছেন।"

৩। ছুরা নুর, ৪ রুকু ঃ—

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

তুমি ঈমানদারদিগকে বল, তাহারা যেন (গর মহরম স্ত্রীগণ) চক্ষুকে ঢাকিয়া রাখে।

জখিরাতোল মুলুক কেতাবে লিখিত আছে, শয়তানের অতি দ্রুতগামি চর মানুষের শরীরের মধ্যে চক্ষু হইতেছে, কেননা অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব স্থানে অচল অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ কোন বস্তু উহাদের নিকট উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ উহারা নিজ নিজ কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে না, কিন্তু চক্ষু একটী এরূপ ইন্দ্রিয় যে, নিকট ও দূর হইতে বিপদ ও গোনাহকে ডাকিয়া আনে।

মাওলানা রুমী বলিয়াছেন ঃ—

این همه افت که بر تن میرسد

از نظر توبه شکن میرسد

دیده فرو پوش چو در در صدف

تا نشوی تیر بلا را هدف

(১) এই সমস্ত বিপদ যাহা শরীরে পৌছিয়া থাকে, তাহা তওবা ভঙ্গকারী চক্ষু কর্ত্তৃক পৌছিয়া থাকে।

(২) ঝিনুকের মধ্যস্থিত মুক্তার ন্যায় চক্ষুকে বন্ধ করে, তাহা হইলে তুমি বিপদের তীরের লক্ষ্যস্থল হইবে না।

নাফাহাতে হজরত শিবলী (রঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

এই আয়তের বাতিনি মর্ম্ম এই যে, তুমি বলিয়া দাও, যেন তাহারা চর্ম্ম চক্ষুকে হারাম বস্তু সকল হইতে এবং অন্তর চক্ষুকে খোদা ব্যতীত অন্য সমস্ত হইতে বন্ধ করে।

৪। ছহিহ মোছলেম ঃ—

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهُ عَنْ نَظَرِ الْفُجَائَةِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَصْرِفَ بَصَرِىْ ☆

"জারির বেনে আবদুল্লাহ্ বলিয়াছেন, আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট (বেগানা স্ত্রীলোকের উপর) হঠাৎ দৃষ্টি পতিত হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমাকে আমার চক্ষু ফিরাইয়া লইতে আদেশ করিয়াছিলেন।"

৫। আহমদ, তেরমেজি, আবুদাউদ ও দারমি ঃ—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَاتُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আলিকে বলিয়াছিলেন, হে আলি, তুমি প্রথম দৃষ্টিপাতের পরে দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত করিও না, কেননা তোমার পক্ষে প্রথম দৃষ্টিপাত জায়েজ হইবে এবং তোমার পক্ষে দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত জায়েজ হইবে না।"

৬। ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

قَالَ اِيَّاكُمْ وَ الْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَّجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهٗ قَالُوْا وَ مَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَ كَفُّ الْاَذٰى وَ رَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা পথ সমূহে উপবেশন করিও না। ইহাতে তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমাদের পথের মজলিশ করা আবশ্যক হইয়া থাকে, আমরা তথায় কথোপকথন করিয়া থাকি। হজরত বলিলেন, যখন পথে উপবেশন করা ব্যতীত রাজি হইতেছেনা, তখন তোমরা পথের হক আদায় কর। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, পথের হক কি? হজরত বলিলেন, (বেগানা স্ত্রীলোক হইতে) চক্ষু বন্ধ করা, পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া পথিকদিগকে কষ্ট না দেওয়া, ছালামের জওয়াব দেওয়া, সৎকার্য্যের আদেশ দেওয়া এবং কুকার্য্য করিতে নিষেধ করা।"

৭। আহমদ ঃ—

قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلٰى مَحَاسِنِ امْرَاَةٍ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضَّ بَصَرَهٗ اِلَّا اَحْدَثَ اللّٰهُ لَهٗ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا ☆

যে কোন মুছলমান প্রথম বার কোন স্ত্রীলোককে সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পরে নিজের চক্ষুকে বন্ধ করিয়া লয়, আল্লাহ তাহার জন্য একটী এবাদতের সৃষ্টি করিয়া দেন—সে উহার মিষ্টতা অনুভব করিতে পারিবে।"

৮। কাঞ্জের টীকা আয়নি ঃ—

যে ব্যক্তি কামভাবে কোন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে, কেয়ামতের দিবস তাহার দুই চক্ষে শিষা ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

৯। হেদায়া ঃ—

যে ব্যক্তি উক্ত স্ত্রীলোকের হস্ত স্পর্শ করে যাহা তাহার পক্ষে হালাল নহে, কেয়ামতের দিবস তাহার হস্তে অঙ্গার স্থাপন করা হইবে। পাঠক, যখন কামভাবে বেগানা স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে এবং তাহার হস্ত স্পর্শ করাতে এরূপ শাস্তি হইবে, তখন বেগানা স্ত্রীলোককে চুম্বন করিলে নাজানি কত বড় শাস্তি হইবে।

১০। দোরোল মোখতার ঃ—

"দাড়ীহিন সুশ্রী রূপবান বালকের দিকে কামভাবে দৃষ্টিপাত করা হারাম।"

শাফিয়ি মতালম্বী এমাম নবাবী রেছালাতোল বায়ান' কেতাবে লিখিয়াছেন ঃ—

"সুন্দর দাড়ীহিন বালকের দিকে কামভাবে হউক, আর নাই হউক প্রত্যেক অবস্থাতে দৃষ্টিপাত করা নাজায়েজ।

ইহাই এহতিয়াত (পরহেজগারি)।

১১। এমাম মোহাম্মদ (রঃ) অতিশয় সুশ্রী ছিলেন, তিনি বাল্যকাল হইতেই এমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহে আলায়হের নিকট শিক্ষালাভ করিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে সম্মুখের দিকে বসিতে দিতেন না, পৃষ্ঠের পশ্চাদ্দিকে তাঁহাকে বসাইয়া শিক্ষা দিতেন, এমন কি তিনি দাড়ীধারি যুবক হইয়া পড়িলেন। জ্যোৎস্না রাত্রে একবার তিনি এমাম সাহেবের পৃষ্ঠের পশ্চাদ্দিকে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার দাড়ীর প্রতিচ্ছায়া এমাম সাহেবের দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়ে, তখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁর দাড়ী উঠিয়াছে। তৎপরে এমাম সাহেব তাঁহাকে সম্মুখের দিকে বসাইয়া শিক্ষা দিতেন।

এক্ষণে চিন্তা করা উচিত যে, বোজর্গানে দ্বীন এইরূপ ব্যাপার কিরূপ এহতিইয়াত (সর্তকতা-অবলম্বন) করিতেন

১২। ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকদিগের নৃত্য দেখা হারাম। ইহাতে কয়েক প্রকার জেনা হয়। তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে চক্ষের জেনা হয়। তাহাদের শব্দ ও কথা শ্রবণ করাতে কর্ণের জেনা হয়। তাহাদের সহিত কথা বলাতে রসনার জেনা হয়। তাহাদের শরীর স্পর্শ করাতে হাতের জেনা হয়। নাচের সভায় গমন করিলে, পায়ের জেনা হয়। অবশেষে তাহাদের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া প্রকৃত জেনাতে লিপ্ত হইতে পারে।

আর সঙ্গীত বাদ্য পৃথক হারাম ইহাতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ দাড়ীহীন বালকদের নাচের মজলিশে গমন করা, তাহাদের দিকে কামভাবে দৃষ্টি পাত করা, তাহাদিগকে স্পর্শ করা ও চুম্বন করা উপরোক্ত প্রকার হারাম।

## পুংসঙ্গম পশুসঙ্গম, হস্ত মৈথুন এবং স্ত্রীলোকদের পরস্পরে সঙ্গম

১। ছুরা মায়ারেজ, ১ রুকুঃ—

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

"আর যাহারা নিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসীগণ ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রীলোক হইতে নিজেদের লজ্জাস্থানকে রক্ষণা-বেক্ষণ করে, নিশ্চয় তাহারা তিরস্কৃত হইবে না। তৎপরে যে কেহ তদ্ব্যতীত অন্যপন্থা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে, তাহারাই সীমা অতিক্রমকারী।"

এই আয়তে বুঝা গেল যে, জেনা, পুংসঙ্গম, পশু সঙ্গম, হস্ত-মৈথুন ও স্ত্রীলোকদের পরস্পরে সঙ্গম সমস্তই হারাম।

২। ছুরা হজ্জ, ৬ রুকু ঃ—

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ۝

"অনন্তর আমি অনেক গ্রামবাসী (কিম্বা শহর বাসিকে) ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, অথচ তাহারা অত্যাচারি ছিল, অনন্তর উক্ত স্থানগুলি এই অবস্থায় রহিয়াছে যে, উহার প্রাচীর গুলি ছাদের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, কুণ্ডাগুলি অকর্ম্মন্য এবং উন্নত অট্টালিকা-গুলি শূন্য হইয়া আছে।"

মুজেহোল কোরআনে এই আয়াতের টীকায় লিখিত আছে ঃ—

একজন কাফের বাদশাহ নিজের ঈমানদার উজিরকে দ্বীনের জন্য হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল, ইহাতে উজির চারি সহস্র ইমানদার সহ পলায়ন করিয়া হাজরামাওতের পাহাড়ের নীচে উপস্থিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথায় কুঙা খনন করিলে লবণাক্ত পানি বাহির হইয়া পড়িল। একজন লোক অদৃশ্য স্থান হইতে আসিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কুঙা খনন করিতে আদেশ করিলেন। তথায় খনন করিলে অতি মিষ্ট শিতল পানি বাহির হইল। তাহারা উহা বিস্তৃত করিয়া সোপান বিশিষ্ট তালাব নির্ম্মান করিলেন, স্বর্ণ, রৌপ্যের ইষ্টক গুলিদ্বারা উহার সোপান প্রস্তুত করিল এবং উহাতে রত্নরাজি স্থাপন করিল। উহার নিকট একটী উন্নত সুদৃঢ় অট্টালিকা প্রস্তুত করিলেন, তাহারা তথায় আল্লাহতায়ালার জেকরে নিমগ্ন হইলেন। কয়েক শতাব্দী পরে শয়তান এক নেকবখ্ত বৃদ্ধার আকৃতি ধারণ করিয়া তাহাদের স্ত্রীলোকদের নিকট উপস্থিত হইয়া শিক্ষা দিল যে, যখন তোমাদের স্বামীরা বিদেশ যাইবে, তখন একজন স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোকের সহিত আলিঙ্গন, চুম্বন ও রতি ক্রিয়া করিও। তৎপরে একজন পরহেজগার বৃদ্ধ পুরুষের আকৃতি ধারণ করিয়া পুরুষ লোকদিগকে উপদেশ দিল যে, যদি কোন সময় তোমাদের স্ত্রী নিকট না থাকে, তবে পশু ও বালকের মলদ্বারে সঙ্গম করিবে। যখন তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দুই প্রকার অপবিত্র ও অহিত কার্য্য হইতে লাগিল, তখন আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে হেদাএত করা উদ্দেশ্যে হজরত হাঞ্জালা (আঃ) কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা উক্ত নবীর আদেশ লঙঘন করিলে, উক্ত কুঙার পানি অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন তাহারা বিপন্ন হইয়া বলিল, হে হাঞ্জালা (আঃ), যদি এই কুঙাতে সেইরূপ পানি প্রকাশিত হয়, তবে আমরা আপনার কথা মানিব। খোদা তাঁহার দোয়াতে কুঙাতে পূর্ব্বৎ পানি জারি করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার উপর ইমান আনিল না এবং মহা যন্ত্রণা সহকারে উক্ত নবীকে হত্যা

করিল। তখন তাহাদের উপর খোদার আজাব নাজেল হওয়ায় সমস্ত লোক মরিয়া যায়। আর তাহাদের কুণ্ডা ও অট্টালিকা শূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিল।

৩। ছুরা আ'রাফ, ১০ রুকু ঃ—

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۰﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿۸۱﴾

"এবং তুমি লুতের আলোচনা কর, যখন তিনি নিজের সম্প্রদায়কে বলেয়াছিলেন, তোমরা লজ্জহীন কার্য্য করিতেছ ? জগদ্বাসি দিগের মধ্যে কেহ এই কার্য্যে তোমাদের অগ্রগামি হয় নাই। নিশ্চয় তোমরা স্ত্রীদিগকে ত্যাগ করিয়া পুরুষদিগের সহিত কাম-রিপু চরিতার্থ করিতেছ ? বরং তোমরা সীমালঙঘনকারী সম্প্রদায় হইতেছে।"

৪। ছুরা শোয়ারা, ৯ রুকু ঃ—

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶۵﴾ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿۱۶۶﴾

"তোমরা কি লোকদিগের মধ্যে পুং সঙ্গম করিতেছ এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা তাহা ত্যাগ করিতেছ, বরং তোমরা (গোনাহ কার্য্যে) সীমা অতিক্রমকারী হইতেছ।"

৫। ছুরা হেজর, ৫ রুকু ঃ—

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ۝ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

"তৎপরে প্রভাতকালে তাহাদিগের উপর এক ভীষণ শব্দ উপস্থিত হইল, তৎপরে আমি উহার উপরিভাগকে উহার নিম্মদিকে স্থাপন করিলাম এবং তাহাদের উপর কঙ্কর শ্রেণীর কিম্বা নামাঙ্কিত প্রস্তর সকল বর্ষণ করিলাম।"

অর্থাৎ হজরত জিবরাইল (আঃ) প্রভাতে এক ভীষণ শব্দ করেন, উক্ত শহরকে বহুদূরে উঠাইয়া উলটাইয়া ফেলিয়া দেন, ইহাতে তাহারা ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। আর সেই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে যাহারা বিদেশে ছিল, তাহাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়, যে প্রস্তর যহার নাম লিখিত ছিল, তাহার উপর সেই প্রস্তর পতিত হইয়াছিল, এইরূপে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৬) তেরমেজি ও এবনো-মাজা ঃ—

اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِىْ عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমার উম্মতের উপর যে বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সমধিক আশঙ্কাজনক বিষয় (হজরত) লুত (আঃ) এর সম্প্রদায়ের কার্য্য (অর্থাৎ পুরুষের মলদ্বারে সঙ্গম করা)।"

৭। তেরমেজি ঃ—

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى رَجُلٍ اَتٰى رَجُلًا اَوْ اِمْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, মহিমান্বিত আল্লাহ উক্ত ব্যক্তির দিকে, অনুগ্রহের দৃষ্টিপাত করিবেন না যে কোন পুরুষের কিম্বা স্ত্রীলোকের মলদ্বারে সঙ্গম করে।"

(৮) রজিন ঃ—

مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ ☆

"যে ব্যক্তি হজরত লুত (আঃ) এর সম্প্রদায়ের অপকার্য্য করে, সে অভিসম্পাতগ্রস্ত হইবে।"

(৯) তেরমেজি ও এবনো-মাজা ঃ—

مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوْ اِمْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হায়েজ ওয়ালি স্ত্রীর সহিত কিম্বা মলদ্বারে সঙ্গম করে, অথবা কোন গনকের নিকট গমন করে, সে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উপর অবতারিত কোর-আনের উপর এনকার করিল।"

(১০) আহমদ, তেরমেজি ও এবনো-মাজা ঃ—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ لَا تَاْتُوا النِّسَاءَ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ ☆

"নিশ্চয় আল্লাহ সত্য কথা বলিতে লজ্জা করেন না। তোমরা স্ত্রীলোকদিগের মলদ্বারে সঙ্গম করিও না।"

(১১) আহমদ ও আবুদাউদ ঃ—

مَلْعُوْنٌ مَنْ اَتٰى اِمْرَاَتَهٗ فِىْ دُبُرِهَا

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করে, সে অভিসম্পাতগ্রস্ত।"

(১২) তেরমেজি ও এবনো-মাজা ঃ—

مَنْ وَجَدْتُّمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَ الْمَفْعُوْلَ بِهٖ ☆

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে (হজরত) লুত (আঃ) এর সম্প্রদায়ের অপকার্য্য করিতে দেখিবে, তাহাদের উভয়কে হত্যা কর।"

এমাম আবুহানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির এইরূপ অপকার্য্য করার অভ্যাস হইয়াছে, তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। আর যদি দৈবাৎ এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তবে তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবে। যদি খাঁটি তওবা প্রকাশিত হয়, তবে মুক্তি দিবে, নচেৎ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ অবস্থায় রাখিবে।

অন্যান্য এমামগণ তাহাকে পাথর মারিয়া হত্যা করিতে হুকুম দিয়াছেন।

ছাহাবাগণের মধ্যে হজরত আলি (রাঃ) তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, হজরত আবুবকর (রাঃ) তাহাদের উপর প্রাচীর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কেহ তাহাদিগকে উচ্চস্থান হইতে অধোমস্তকে নিক্ষেপ করিতে এবং উপর হইতে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া হত্যা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

১৩। তেরমেজি ও আবুদাউদ ঃ—

مَنْ اَتٰى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ وَ اقْتُلُوْهَا مَعَهٗ قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا شَانُ الْبَهِيْمَةِ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِىْ ذٰلِكَ شَيْأً وَلٰكِنْ اَرَاهُ اَنْ يُّوْكَلَ لَحْمُهَا اَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَ قَدْ فُعِلَ بِهَا ذٰلِكَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন চতুষ্পদ সঙ্গম করে, তাহাকে হত্যা কর এবং তাহার সহিত উক্ত পশুকে হত্যা কর। (হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, চতুষ্পদের দোষ কি ? ইহাতে হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছিলেন, (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট এতৎসম্বন্ধে কিছু শ্রবণ করি নাই, কিন্তু আমি অনুমান করি যে, যখন ইহার সহিত এইরূপ কার্য্য করা হইয়াছে, তখন ইহার মাংস ভক্ষণ করা কিম্বা উহার উপসত্ত্ব ভোগ করা (মকরূহ জানিয়াছেন)।"

লামায়াত লিখিত আছে, পশুকে এইজন্য হত্যা করিতে বলা হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা পশুর আকৃতিতে কোন মনুষ্য কিম্বা মনুষ্যের আকৃতিতে কোন পশু পয়দা না হয়, কাজেই এইরূপ পশু জীবিত রাখিলে এইরূপ কার্য্যকারীর পক্ষে মহা লাঞ্চনা বাকী থাকিয়া যাইবে।

(১৪) তেরমেজি ও আবুদাউদ ঃ—

مَنْ اَتٰى بَهِيْمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশু সঙ্গম করে, তাহার উপর হদ জারি হইবে না।"

এমাম তেরমেজি, ছুফইয়ান ছওরি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই হাদিছটি প্রথম হাদিছ অপেক্ষা সমধিক ছহিহ। মোজতাহেদগণ এই হেতু উক্ত ব্যক্তির উপর হদ জারি করার হুকুম দেন নাই। লাময়াতে আছে, চারি এমাম এইরূপ ব্যক্তির উপর তা'জিরের হুকুম দিয়াছেন।

(১৫) দোর্‌রোল মোখতার ঃ—

نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُوْنٌ

হস্ত-মৈথুনকারী ব্যক্তি অভিসম্পাতগ্রস্ত।"

(১৬) কাঞ্জের টীকা আয়নি ঃ—

হজরত বলিয়াছেন, কতক লোক কেয়ামতে পুনরুত্থিত হইবে, তাহাদের হস্ত গর্ভবতী হইবে, আমার ধারণায় ইহারা হস্ত মৈথুনকারী হইবে।

(১৭) উক্ত আয়নি ঃ—

হজরত ছইদ বেনে-জোবাএর বলিয়াছেন, এক সম্প্রদায় হস্ত মৈথুন করিত এবং পশু সঙ্গম করিত, এই হেতু খোদা তাহাদের উপর আজাব নাজেল করিয়াছিলেন।

(১৮) আবুদাউদ ও নাছায়ি ঃ—

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَ عَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ ☆

"একজন পুরুষ বিনা চাদরের অন্তরালে অন্য পুরুষের সহিত শয়ন করিতে এবং একজন স্ত্রীলোক বিনা কাপড়ের অন্তরালে অন্য স্ত্রীলোকের সহিত শয়ন করিতে হজরত (ছাঃ) নিষেধ করিয়াছেন। যদি ফাছাদের আশঙ্কা হয় তবে ইহা নাজায়েজ, নচেৎ আদবের খেলাফ।

(১৯) শরহোছ-ছুন্নাহ ও আবুদাউদ ঃ—

مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَ هُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَ اضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَ هُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَ فَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা নিজেদের পুত্রগণকে তাহাদের সাত বৎসর বয়সে নামাজ পড়িতে আদেশ কর এবং তাহাদের দশ বৎসর বয়সে নামাজের জন্য প্রহার কর এবং তাহাদের মধ্যে শয়নস্থান পৃথক করিয়া দাও।"

অর্থাৎ দশ বৎসর বয়সে পুত্রগণ ভগ্নি বা অন্যান্য আত্মীয় বা বেগানা স্ত্রীলোকের সহিত এক বিছানায় শয়ন করিবে না।

**সমাপ্ত**